NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ শিবমের ঝড়েও বড় রান তুলতে ব্যর্থ চেন্নাই, হায়দরাবাদের লক্ষ্য ১৬৬ রান

শক্তি বাড়ল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের, দলে যোগ দিলেন সূর্য ৮

কলকাতা ৬ এপ্রিল ২০২৪ ২৩ চৈত্র ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৯৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 06.4.2024, Vol.17, Issue No. 294, 8 Pages, Price 3.00

দাবদাহের মধ্যে সপ্তাহ শেষে স্বস্তি দিতে পারে বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরে বৃষ্টি আর দক্ষিণে দাবদাহ। তাপপ্রবাহ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। হিটওয়েভ অ্যালার্ট পশ্চিমের জেলায়। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া। শুষ্ক ও গরম আবহাওয়া শনিবার পর্যন্ত। তবে সপ্তাহ শেষে ঝড় ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যে। রবি ও সোমবার রাজ্যজুড়েই বৃষ্টির পূর্বাভাসের কথা শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

এদিকে বেড়েই চলেছে তাপমাত্রার পারদ। কলকাতার পাশাপাশি তাপমাত্রা বাড়ছে পশ্চিমের জেলাগুলিতে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় তো তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির গণ্ডি ছুঁইছুঁই। এরই মাঝে স্বস্তি আনতে চলেছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। তারই জেরে রবি ও সোম রাজ্যের সব জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিমি বেগে

দমকা বাতাসও বইতে পারে। রবিবারের পর ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমবে দিনের তাপমাত্রা। এদিকে শনিবার পশ্চিমের ৪ জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা থাকছে। আপাতত কলকাতায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা না থাকলেও শুক্রবার ও শনিবার কলকাতায় ভ্যাপসা গরমের দাপট জারি থাকবে। ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যেতে পারে বাংলার বেশ কিছু জেলার তাপমাত্রা।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের পাশাপাশি বীরভূম জেলায় তাপপ্রবাহের প্রভাব বেশি থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ঘোরাফেরা করছে ৫৫ থেকে ৯৩ শতাংশের আশপাশে। আবহাওয়া দপ্তর বলছে শনিবারের মধ্যেই কলকাতার তাপমাত্রা ছুঁতে পারে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি। তবে মাঝেমধ্যেই আংশিক মেঘলা আকাশের দেখা মিলতে পারে। রবিবার ও সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে কলকাতায়। বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়ায় রয়েছে বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে।

মাধ্যমিকের রেজাল্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের আঁচে উত্তপ্ত বঙ্গ রাজনীতি। এরই মাঝে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে জানানো হল, এপ্রিলের শেষের দিকেই প্রকাশিত হতে পারে ২০২৪-এর মাধ্যমিকের ফলাফল। আর এই ফল ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে ২০ এপ্রিলের পর। পর্ষদ সূত্রে খবর, wbresults.nic.in ওয়েবসাইট থেকে পরীক্ষার্থীরা রেজাল্ট ডাউনলোড করতে পারবে।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

কোচবিহারের পাল্টা আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে মোদিকে বিঁধলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোচবিহারের সভা থেকে বৃহস্পতিবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ তুলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এনেছিলেন সন্দেশখালির প্রসঙ্গও। শুক্রবার আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে মোদিকে পাল্টা বিঁধলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

'...আপনার চাকরি খাবে জনগণই'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রিগেডের 'জনগর্জন সভা' থেকে প্রথম মুখ খুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না করে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কেউটে সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর'। আর এবার কোচবিহারের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী আরও খানিকটা সরাসরিই আক্রমণ করলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে। তিনি বলেন, 'আপনি অনেকের চাকরি খেয়েছেন, এবার আপনার চাকরি খাবে জনগণ।'

শুক্রবার কোচবিহারের প্রার্থী প্রকাশচিক বরাইকের সমর্থনে সভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দেখলেন না একজন বিচারপতি চেয়ারে বসে কী করলেন, তারপর তৃণমূলের বিরুদ্ধে গালাগালি দিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি ওর বিরুদ্ধে এক জন ছাত্রনেতাকে দাঁড় করিয়েছি। দেবাংশু ছুটিয়ে বেড়াক।' অভিজিতের নাম না করে তিনি বলেন, 'আপনি বিচার দিয়ে অনেক ছেলেমেয়ের চাকরি খেয়েছেন। এবার আপনার বিচার করুক জনগণ। এবার জনগণ আপনার চাকরি খাবে, বিচার দিয়ে। এটা জনগণের আদালত।'

সন্দেশখালির 'নারী নির্যাতন' নিয়ে বৃহস্পতিবার ভোটের প্রচারে সরব হয়েছিলেন মোদি। তিনি বলেছিলেন, এ জন্য তৃণমূলকে ভুগতে হবে। শুক্রবার তার পাল্টা মমতা বলেন, 'সন্দেশখালিতে কেউ মারা যায়নি। তা-ও আমরা ওখানে সবটা দেখে দিয়েছি। কিন্তু যখন হাথরস জ্বলছিল, কোথায় ছিলেন নরেন্দ্র মোদি?' তৃণমূলনেত্রী আরও বলেন, 'আমরা যদি আরাবুলকে গ্রেপ্তার করতে পারি, শাহজাহানকে ধরতে পারি, তা হলে তোমরা কেন গুন্ডাকে হোম মিনিস্টার রাখো?' তৃণমূলের প্রথম সারির নেতাদের বক্তব্য, নাম না করলেও উত্তরবঙ্গে দাঁড়িয়ে 'হোম মিনিস্টার' বলতে মমতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিককেই বোঝাতে চেয়েছেন।

১০০ দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক অনিয়ম নিয়েও তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছিলেন মোদি। আলিপুরদুয়ারে তৃণমূল প্রার্থী প্রকাশ চিক বরাইকের সমর্থনে শুক্রবারের সভায় মমতা বলেন, 'তোমরা হিসেব দাও উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত, মুম্বইয়ে কত দুর্নীতি হয়েছে। চ্যালেঞ্জ করছি! বাংলায় যে ক'টা কেস হয়েছিল আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। ক্ষমতা থাকলে শ্বেতপত্র প্রকাশ করো।' কী ভাবে দেশের টাকা লুট করে নীরব মোদিরা পালিয়ে গেলেন, সেই প্রশ্ন তুলেও মোদি তথা বিজেপিকে পাল্টা দুর্নীতির অভিযোগে বিঁধতে চেয়েছেন মমতা।

আবাস যোজনায় কেন্দ্রের 'বঞ্চনা'র কথা উল্লেখ করে মমতা বলেছেন, 'যদি ওরা বাড়ির টাকা দিত, তা হলে ঝড়ে এত মানুষের ঘর ভাঙত না।' তাঁর কথায়, 'প্রধানমন্ত্রী যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূরণ করেননি। চা-বাগানের দশ লক্ষ মানুষকে বিপদে ফেলেছেন। ঝড়ে যাঁদের বাড়ি ভেঙেছে, তাঁদের নাম আবাসের তালিকায় ছিল। বাড়ি পেলে আজ ওদের এই দুর্দশা হত না।'

মোদির নাগরিকত্বের গ্যারান্টির পাল্টা চ্যালেঞ্জ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'আমি থাকতে, আমাদের সরকার থাকতে সিএএ, এনআরসি করতে দেব নাদ, সিএএ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গ্যারান্টির জবাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে তিনি জানালেন, 'সিএএ যদি মাছের মাথা হয় তবে এর লেজ হল এনআরসি।' গোটা বিষয়টাকে বিজেপির চক্রান্ত বলে উল্লেখ করে মানুষকে সতর্ক হওয়ার বার্তা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিএএ লাগু হওয়ার পর গতকাল, বৃহস্পতিবার প্রথম বাংলায় এসে মোদি সাফ জানান, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে তৃণমূল, বাম ও কংগ্রেসের মতো দলগুলি মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'সব পরিবারকে নাগরিকত্ব দেওয়া মোদির গ্যারান্টি।' কোচবিহারের জনসভা থেকে মোদির সেই মন্তব্যের জবাব শুক্রবার তুফানগঞ্জ থেকে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষকে সতর্ক করে তাঁর বার্তা, 'ওরা সিএএ চালু করেছে আপনাদের বিদেশি বানাবে বলে। বিষয়টি যদি এতই ভালো হয়, তবে বিজেপির প্রার্থীরা কেন সিএএ-তে আবেদন করছে না?' নিজেই এর উত্তর দিয়ে মমতা বলেন, 'কারণ সিএএ হল মাছের মাথা। এর লেজটা এনআরসি। আবেদন করলেই আপনি বিদেশি হয়ে যাবেন। পাশের রাজ্য অসম দেখেছেন, কত লোক মারা গিয়েছে দাঙ্গায়? ওখানকার মতোই ডিটেনশন ক্যাম্পে আপনাকে রেখে বলা হবে, বাংলাদেশ থেকে আপনার বাবা-মায়ের সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন। পারবেন তো আনতে?'

ব্রাত্যকে মন্ত্রিসভা থেকে সরানো ইস্যু

বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ

পাল্টা রাজ্যপালের এক্তিয়ার নিয়ে ৯ পাতার চিঠি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে মন্ত্রিসভা থেকে সরাতে হবে। বৃহস্পতিবারই সুপারিশ জানিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত আরও তীব্র হল। শুক্রবার আরও কয়েক কদম এগিয়ে রাজ্যপাল বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তদন্ত করবেন। রাজ্যপাল ক্যাম্পাসকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার অভিযোগ তুলেছেন। প্রসঙ্গত, রাজ্যপাল শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলেছেন। কারণ সম্প্রতি মালদহের গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূলের অধ্যাপক সংগঠন 'ওয়েবকুপা'র সভা ডাকা হয়েছিল। সেখানে সভাপতিত্ব করেছিলেন ব্রাত্য। আর সেই কারণেই নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ আনেন রাজ্যপাল। আর সেই কারণেই মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণের সুপারিশ ও তাতে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ।

অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপের অভিযোগ তুলে রাজ্যপালের প্রকাশিত রিপোর্ট কার্ডের জবাবে তাঁকে পাল্টা চিঠি দিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজভবনের রিপোর্ট কার্ডের পাল্টা ৯ পাতার চিঠি দিয়ে রাজ্যপালের এক্তিয়ারের কথা স্মরণ করে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এই চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের মাধ্যমে রাজ্যপাল রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব করতে চাইছেন। আইন না মেনে রাজ্যের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই একক ভাবে রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করতে চাইছেন। ফলত তিনি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তুলছেন বলে রাজ্য সরকারের দাবি।

রাজভবনের তরফে দাবি করা হয়েছিল, সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর বেআইনি নির্দেশ দিয়ে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাজ বন্ধ করিয়ে রেখেছে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এই অভিযোগ করা হয়েছে, রাজ্য সরকার আসলে চাইছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষমতা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে। রাজভবনের সেই দাবিরই পাল্টা দিয়েছে রাজ্য। এরই মধ্যে শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ব্রাত্য বসুকে অপসারণের দাবি তুলেছেন রাজ্যপাল। এই সুপারিশের সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে ইতিমধ্যেই টুইটে পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন ব্রাত্য বসু।

মোদিকে নিশানা করে বিতর্কিত মন্তব্য

মমতার বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটে গরম বাংলায় আরও তপ্ত হচ্ছে রাজনীতির বাতাবরণ। এবার সরাসরি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাল বিজেপি। কোচবিহারের সভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ শানিয়েছেন মমতা। বিজেপির অভিযোগ, সেই সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করেও 'বিতর্কিত' মন্তব্য করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নিয়ে এবার সরাসরি দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অফিসে অভিযোগ জানাল বিজেপি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি পাঠিয়েছেন বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া।

বিজেপির তরফে কমিশনে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আপত্তিকর' ও 'অসাংবিধানিক' শব্দ প্রয়োগ করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের তরফে ভোটের আগে যে সব রাজনৈতিক দল ও নেতাদের প্রচারের সময়ে যথাযথ মর্যাদা বজায় রাখার কথা বলে গাইডলাইন জারি করা হয়েছিল, সে কথাও নালিশ-পত্রে উল্লেখ করেছে বিজেপি। কমিশনের কাছে পাঠানো ওই চিঠিতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন না মানা এবং প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে 'আপত্তিকর' শব্দ ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছে বিজেপি শিবির।

রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হলেন দিব্যেন্দু দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের নতুন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হিসাবে দিব্যেন্দু দাসকে নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন। অমিত রায়চৌধুরীর জায়গায় তাঁকে নিয়োগ করা হল। দিব্যেন্দু বর্তমানে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের ডিরেক্টর পদে কর্মরত রয়েছেন। অমিতের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ থাকায় তাঁকে সরিয়ে দিয়েছিল কমিশন।

অমিতের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ থাকায় গত সোমবার তাঁকে সরিয়ে দিয়েছিল কমিশন। অমিতের সঙ্গেই সরানো হয় রাজ্যের যুগ্ম মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক রাহুল নাথকে। কমিশন সূত্রে জানা যায়, ওই দুই আধিকারিকের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। দু'জনেই ডব্লিউবিসিএস অফিসার। নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ রাখতেই তাঁদের সরানো হয় বলে জানা যায়। ওই দুই অফিসারের জায়গায় নবান্নের কাছে নতুন নাম চেয়ে পাঠায় কমিশন।

সংসদীয় রাজনীতিতে নতুন মুখ পেতে চলেছে পূর্ব বর্ধমান

শুভাশিস বিশ্বাস

এবারে প্রার্থী তালিকায় চমক রয়েছে বর্ধমান পূর্বে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে যাঁদের প্রার্থী করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে বিজেপি ছাড়া অন্য দুই প্রধান দলের প্রার্থী বঙ্গ তথা ভারতীয় রাজনীতিতে একেবারেই নবাগত। সেখানে বিজেপি প্রার্থীর ঝুলিতে রয়েছে বিধানসভার অভিজ্ঞতা। ফলে প্রার্থী চয়নে এবার এক আলাদা মাত্রা যোগ করেছে বর্ধমান-পূর্ব কেন্দ্র। প্রার্থী তালিকায় তৃণমূলের তরফ থেকে রয়েছেন চিকিৎসক শর্মিলা সরকার। বামেদের মুখ নীবর খাঁ আর বিজেপির প্রার্থী গায়ক-বিধায়ক অসীম সরকার।

২০০৯ সালে আসন পুনর্বিন্যাসের পর এই কেন্দ্র গঠিত হয় বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্র। এর মধ্যে রয়েছে রায়না, জামালপুর, কালনা, মেমারি, পূর্বস্থলী দক্ষিণ, পূর্বস্থলী উত্তর এবং কাটোয়া। তপসিলি জাতির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত এই কেন্দ্রে বাস করেন বিভিন্ন জাতির মানুষ। এঁদের মধ্যে বৌদ্ধ ০.০২ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.২৭ শতাংশ, জৈন ০.০২ শতাংশ, শিখ ০.২২ শতাংশ, মুসলিম ২০.৭৩ শতাংশ, তপসিলি জাতি ২৭.১৪ শতাংশ, তপসিলি উপজাতি ৬.৩ শতাংশ। ২০২৪-এ বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন মোট ৪১ লাখ ৩৭ হাজার ৮২৯ জন ভোটার। এঁদের মধ্যে

পুরুষ ভোটার ২০ লাখ ৯১ হাজার ৬৪ জন এবং মহিলা ভোটার রয়েছেন ২০ লাখ ৪৬ হাজার ৬৭৮ জন।

বর্ধমান পূর্বের লোকসভা কেন্দ্রের ইতিহাস বলছে, ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় এই কেন্দ্রের পাঁচটি বিধানসভা বামেদের দখলে ছিল। কাটোয়া বিধানসভা ছিল কংগ্রেসের দখলে। আর নাদনঘাট বিধানসভা ছিল তৃণমূলের। ডিলিমিটেশনের পর নাদনঘাট বিধানসভা এখন আর নেই। নতুন বিধানসভা হয় পূর্বস্থলী দক্ষিণ। প্রথমবার এই আসনে জয়ী হন বামপ্রার্থী। এদিকে ২০১১ সালে পালাবদল ঘটে রাজ্যে। এরপর ২০১৪ সালের নির্বাচনে প্রার্থী বদল করে বামেরা। ঈশ্বরচন্দ্র দাসকে প্রার্থী করা হয়। অন্যদিকে, তৃণমূলের প্রার্থী হন সুনীল কুমার মণ্ডল।

২০১৪ সালে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল বর্ধমান পূর্বে বাম জমানার অবসান ঘটায়। সেবারের নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী পান ৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬৬০ ভোট। অন্যদিকে, সিপিএম প্রার্থী পান ৪ লক্ষ ৬০ হাজার ১৮১ ভোট। তৃতীয় স্থানে থাকা বিজেপি প্রার্থী সন্তোষ রায় পান ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৮২৮ ভোট। সুনীল কুমার মণ্ডল জেতেন ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৪৭৯ ভোটে। এরপর বাংলায় বামেদের রক্তক্ষরণ শুরু হলেও বামেদের অস্তিত্ব কিছুটা হলেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল বর্ধমান পূর্বে। কারণ, ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে জামালপুর ও পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রে জয়ী হয় বামেরা। অন্যদিকে, বাকি ৫টিতে জয় পায় তৃণমূল।

এরপর ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনেও সুনীল কুমার মণ্ডলকে প্রার্থী করে তৃণমূল। এই নির্বাচনে বামদের অস্তিত্ব আর চোখে পড়েনি। এবার তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয় বিজেপি। তৃণমূল প্রার্থী পান ৬ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৩৪ ভোট। অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী পরেশচন্দ্র দাস পান ৫ লক্ষ ৫১ হাজার ৫২৩ ভোট। সিপিএম প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাস পান ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯২০ ভোট। তৃণমূল প্রার্থী জেতেন ৮৯ হাজার ৩১১ ভোটে। শতাংশের বিচারে তৃণমূলের সুনীলের পক্ষে ভোট পড়ে ৪৪.৫২ শতাংশ, বিজেপির পরেশ চন্দ্র দাসের ঝুলিতে জমা হয় ৩৮.৩২ শতাংশ ভোট। সেখানে বামেদের ভোট কমে দাঁড়ায় ১২.২২ শতাংশে।

এরপরই ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে দলবদল করেন সুনীল। যোগ দেন বিজেপিতে। তবে সুনীলের এই দলবদল জনমানসে যে কোনও প্রতিফলন ফেলেনি তা বুঝিয়ে দেয় বিধানসভা নির্বাচনের ফল। সাতটি বিধানসভা আসনই যায় তৃণমূলের ঝুলিতে। ফল বের হওয়ার পরই মোহভঙ্গ ঘটে সুনীলের। 'রাজনৈতিক সন্ন্যাস'ও নেন। বেশ কয়েকমাস পর ফের তৃণমূলের ফেরার চেষ্টাও চালাতে থাকেন সুনীল। এমনক, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাও ছেড়ে দেন। না ডাকলেও তাঁকে হাজির থাকতে দেখা যেত তৃণমূলের কর্মসূচিতে। তা দিল্লিতে সংসদ ভবনের সামনেই হোক বা লোকসভা কেন্দ্রের কর্মসূচি। অযাচিতভাবেই সুনীল হাজির হয়ে বোঝাতে চাইতেন তিনি তৃণমূলেই আছেন।

এতো কিছুর পরেও ২০২৪-এ সুনীল মণ্ডলকে এবার আর টিকিট দেয়নি তৃণমূল। এবার যে সুনীল টিকিট পাবেন না তা বুঝতে পারছিলেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। বর্ধমান পূর্বের তৃণমূল নেতাকর্মীদের একটা বড় অংশ চাইছিলেনও না যে তিনি টিকিট পান। ফলে প্রার্থী কে হবেন তা নিয়ে চলছিল জল্পনা। অবশেষে ব্রিগেডে জনগর্জন সভায় সেই জল্পনার অবসান ঘটান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একেবারে নতুন মুখের উপর ভরসা রাখতেই দেখা যায় তাঁকে। প্রার্থী করা হয় ডাঃ শর্মিলা সরকার সরকারকে। বর্ধমান পূর্বের তৃণমূল নেতৃত্বের মতে, সুনীল মণ্ডলের জায়গায় চিকিৎসক শর্মিলা সরকার প্রার্থী হওয়ায় লড়াইটা অনেকটা সহজ হবে। কারণ এই সময় স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্ন কাউকে প্রার্থী হিসেবে দরকার ছিল। তবে ২০২৪-এ বর্ধমান পূর্ব থেকে কে 'সিকান্দার' হতে চলেছে তা নিয়েও চলছে জোর জল্পনা। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের ট্রেন্ড তৃণমূলের জয়ের দিকেই পাল্লা ভারী তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে সব থেকে বড় ফ্যাক্টর হয়েছিল বাম ভোট রামে ট্রান্সফার হওয়া। শুধু তাই নয়, পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলার ঘটনাও প্রভার ফেলে সেবারের নির্বাচনে। এরপর আর তেমন ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে না বঙ্গের স্যাফ্রন ব্রিগেডকে। বরং গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বেড়েছে। এদিকে ২০২৪-এ বিজেপির অস্ত্র বলতে রাম মন্দির আর সিএএ। তবে সিএএ বিজেপির জন্য বুমেরাং হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না অনেকেই। অন্যদিকে, সিপিএম মরিয়া তাদের হারানো জমি ফিরে পেতে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৩/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৬৮৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Gourab Karak ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Debu Karak ও S. Karak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৭৩৯ নং এফিডেভিট বলে Phatick Chandra Das S/o. Manindra Krishna Das ও Phatick Ch. Das S/o. Lt. M. K. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৭৩১ নং এফিডেভিট বলে Dr. Mrityunjoy Mukherjee S/o. Haradhan Chandra Mukherjee ও Dr. Mrityunjoy Mukherjee S/o. H. C. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Satyanarayan Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Brindaban Das ও Lt. B. C. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Mithun Biswas S/o. Sandip Biswas ও Mithun Biswas S/o. J. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৬৭২ নং এফিডেভিট বলে Sujogya Guin S/o. Gour Mohan Guin ও Sujagya Kr. Guin S/o. G. Guin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৭২৫ নং এফিডেভিট বলে Mahiruddin Mallik S/o. Asiruddin Mallik ও Mahiruddin Mallick S/o. A. Uddin Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৭৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Niranjan Mistri ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Manohar Mistri ও Manahor Mistri সাং আলিখোজা, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৭৩২ নং এফিডেভিট বলে Chandra Sekhar Roy S/o. Sukumar Roy ও Chandra Shekhar Roy S/o. S. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৭৫৩ নং এফিডেভিট বলে Biswajit Coomar S/o. Tarak Das Coomar ও Biswajit Kumar S/o. T. Kumar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪২ নং এফিডেভিট বলে Milan Kumar Malik S/o. Mohan Malik ও M. K. Malik S/o. Sh. Mohan Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৭৩৭ নং এফিডেভিট বলে Amiya Paul S/o. Amal Kumar Paul ও Amiya Kr. Paul S/o. A. Kr. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৭৪৪ নং এফিডেভিট বলে Debobrata Kamley S/o. Samar Kamley ও Deborato Kamle S/o. S. Kamle সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

Change of Name

I, **Aptapuddin Chowdhury**, S/O- Lt. Chakat Chowdhury, residing at Vill. & PO. Ramtanunagar, P.S. Kakdwip, at present P.S.- H.P. Coastal, District- South 24 Parganas, do hereby solemnly affirm and declare that, **Aptapuddin Chowdhury, S/O- Lt. Chakat Chowdhury** & **Aptapuddin Chaudhuri, S/O- Lt. Chakat Chaudhuri** & **Aptapuddin Chaudhuri, S/O- Lt. Chakat Chaudhuri** is one and same identical person vide affidavit In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kakdwip, South 24 Parganas on 03.04.2024.

NOTICE

Devraj Chakraborty son of Ratna Chakraborty(Nee Ganguly) of 504/4, Brahmapur Road, Kolkata-700 096 became Devraj Chatterjee and father's name changed to Late. Debasis Chatterjee from Birendra Mohan Chakraborty for all purposes by affidavit before judicial magistrate 1st class Alipore on 03/04/2024.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৬ই এপ্রিল ২৩শে চৈত্র, শনিবার। দ্বাদশী তিথি, জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর মহাদশা। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেযত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী তন্ময় ঘোষ,** পিতা- শ্রী হারাধন ঘোষ, সাং- পার্বতীপুর, পোঃ- দ্বারহাট্টা, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলী বিগত ইংরাজী ২৬/০৫/২০২২ তারিখে হরিপাল এ. ডি. এ. আর. এ রেজিস্ট্রীকৃত **২৩৮০ নং আমমোক্তারনামা** দলিলমূলে **ক্রেতা শ্রী শুভম কুন্ডু,** পিতা- শ্রী অজয় কুন্ডু, সাং- ৮০৬/ই ১৯ নং জি. টি রোড, উত্তরপাড়া কোতরাং, জেলা- হুগলী, হাল সাং পার্বতীপুর, পোঃ- দ্বারহাট্টা, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলীকে **বিক্রেতা শ্রী মন্টু বাড়ুই ও শ্রীকান্ত বাড়ুই,** উভয়ের পিতা স্বর্গীয় কচিরাম বাড়ুই সাং পার্বতীপুর, পোঃ- দ্বারহাট্টা, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলী এর পক্ষে জেলা- হুগলী, এ.. ডি. এস. আর হরিপালের সামিল হরিপাল সহদেব গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মৌজা- কালুবাটী ভগবতীপুর গ্রামের জে. এল. নং- ৫৬, খতিয়ান নং ১৮২, এল. আর. নং ৩৩০ খতিয়ান ভুক্ত একবন্দে আর. এস. ও এল. আর. ১১৬০ নং দাগে শালি জমি ১৲ (ষোল) আনায় ৬৬ শতক মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ৩৩ শতক জমি যার বুক নং-I, ভল্যুম নং- ০৬০৭/২০২২, পৃষ্ঠা- ৫২৩৭৪ হইতে ৫২৩৮৭, বিয়িং নং ০৬০৭০২৪১৭ সাল- ২০২২ এর মাধ্যমে বিক্রয় করিয়াছেন। এক্ষনে অত্র বিক্রীত সম্পত্তি বিষয়ক কাহারও যদি কোনরুপ আইনি আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. এন্ড এল. আর. ও হরিপাল, হুগলী দপ্তরে সমস্ত কাগজ পত্রাদীসহ অভিযোগ জানাবার জন্য আহ্বান জানানো যাইতেছে।

Saroj Kumar Das
Advocate
Hooghly District Judges' Court

বিজ্ঞপ্তি

আমি এতদ্বারা সকলের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, আমার মক্কেল দীনবন্ধু ঘোষ, পিতা- ভিকু ঘোষ, সাং ও পোঃ বেলপুকুর, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া, ১০ নং বেলপুকুর মৌজায় ১৩৭৪ নং দাগে ৫২ শতক জমি যার শ্রেণী আউশ, দীর্ঘদিন ধরে চাষাবাদ বা ভোগদখল করছেন। যদি কোন ব্যক্তি এই সম্পত্তির রায়ত হন, তাহলে আগামী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার মক্কেলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর- দীনবন্ধু ঘোষ, পিতা- ভিকু ঘোষ, সাং ও পোঃ- বেলপুকুর, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১২৫, মোবাইল নম্বর- ৯৫৪৭৪২৯৭৮৭।

Subhasis Ray,
Advocate,
Judges Court, Krishnagar,
Nadia.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০
৯০০৭২৯৯৩৫৩
৯৮৭৪০ ৯২২২০

হাওড়ায় রামনবমী শোভাযাত্রার অনুমতি না মিললে হাইকোর্টে যাওয়ার পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: চলতি মাসের ১৭ তারিখ হাওড়াতে অনুষ্ঠিত হবে রামনবমী শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে হাওড়ার পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তোলে অঞ্জনি পুত্র সেনা। তাদের অভিযোগ হাতে গোনা কয়েকটি দিন বাকি থাকলেও তারা আবেদন জানালেও এখনও পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে অনুমোদন দেয়া হয়নি অঞ্জনি পুত্র সেনা কে। অঞ্জনি পুত্র সেনার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সুরেন্দ্র বার্মা অভিযোগ করে বলেন, 'আমরা ২৮ শে ফেব্রুয়ারি প্রথম অনুমতির জন্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে চিঠি দিই, যদিও তার কোনরকম উত্তর না পেয়ে আমরা ফের মার্চ মাসেও আবার চিঠি দিই। সেই চিঠির কোন এখনও কোনো উত্তর পাইনি। এরপরে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদেরকে ডাকে ও একটি বৈঠক করা করে কিছুদিন আগে। বৈঠকে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদেরকে মিছিলের রুট বদলানোর জন্য জানান পুলিশ আধিকারিকরা।' তাদের কথায়, ১০ বছর ধরে মিছিল হয়ে আসছে। কিন্তু এইবার রুট বদল করে ফরশোর রোডের দিকে ঘুরে মিছিল বের কেন করতে হবে? তাদের কথায়, 'আমরা পুলিশ প্রশাসনের এই আগ্রহ মানতে চাইনি, আর এরপর কোনরকম সদুত্তর না পেয়ে আমরা দ্রুত উচ্চ আদালতে দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' সুরেন্দ্র বার্মা বলেন, 'বিগত দু বছর ধরে আমাদের এই মিছিলের উপর পিএমবস্তি এলাকায় হামলা হয়। সেই ঘটনা রুখতে পুলিশ প্রশাসন বিফল হয়েছে। তারা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে আমাদেরকে রুট পরিবর্তন করার জন্য বলছেন, যদিও আমরা রুট পরিবর্তন করব না। যেই রুট দিয়ে মিছিল গত বছর বেরিয়েছে সেই রাস্তা দিয়ে মিছিল বের হবে। আমরা উচ্চ আদালতে দ্বারস্থ হচ্ছি, আমাদের আস্থা রয়েছে বিশ্বাস রয়েছে উচ্চ আদালতের উপর।' যদিও এই বিষয়ে শাসক দল, পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

ভোট পরবর্তী হিংসায় অভিযুক্ত পার্থ ভৌমিক-সহ ১৬ জন গুন্ডা জেলের বাইরে

তোপ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: '২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ১৯ জন গুন্ডার নাম দিয়েছিল। কেষ্ট মণ্ডল, শেখ শাহজাহান, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এই তিনজন গুন্ডা জেলে। পার্থ ভৌমিক-সহ ১৬ জন গুন্ডা এখনও জেলের বাইরে। নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি রাখব এই সকল গুন্ডাদের বিরুদ্ধে যাতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।' শুক্রবার রাতে নৈহাটির সিং ভবনে দলীয় কার্যালয়ে যোগদান পর্বে হাজির হয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে শুভেন্দু বলেন, 'বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষায় প্রধানমন্ত্রীকে সম্মোধন করেছেন তা বাংলা ও বাঙালির লজ্জা।' নৈহাটিতে শেখ শাহজাহানের জমির হদিশ নিয়ে তাঁর বক্তব্য, সরাসরি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের র‍্যাকেট এখানে কাজ করেছে। শেখ শাহজাহান জেলে গিয়েছে। এখন নারায়ণ গোস্বামী, পার্থ ভৌমিকদের মতো একাধিক নেতা জেলের বাইরে আছেন। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকবে। শুভেন্দু অধিকারী ও অর্জুন সিংয়ের উপস্থিতিতে এদিন ঋষি বঙ্কিম ব্লক-১ তৃণমূল সভাপতি রানা দাশগুপ্ত এবং জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের সহ-সভাপতি শ্যামল তলাপত্র সদলবলে বিজেপিতে যোগ দিলেন। জগদ্দলের শহিদ পরিবারের বধূ সুমিত্রা মণ্ডল-সহ বীজপুর ও আমডাঙ্গা থেকে বিভিন্ন দল থেকে কর্মীরা বিজেপিতে যোগ দিলেন। দিয়েছেন। যোগদান পর্বে উপস্থিত ছিলেন জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক ও আহ্বায়ক যথাক্রমে বিজয় ওঝা এবং অশোক দাস-সহ অন্যান্য কার্যকর্তারা।

ভোট কর্মীদের নতুন ভাতার হার জানাল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভোট কর্মীদের নতুন ভাতার হার জানিয়েছে। প্রিসাইডিং অফিসার থেকে শুরু করে জোনাল অফিসার, ভোট পরিচালনার দায়িত্বে কর্মীদের বিভিন্ন পর্যায়ে ধাপে ধাপে ভাগ করে এই হার নির্ধারণ করা হয়েছে। কমিশন সূত্রের খবর, ভোটের কাজ বুঝে নেওয়ার জন্য কর্মীদের দু'দফায় ট্রেনিং দেওয়া হয়। প্রতি ভোট কর্মী পিছু মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য এবারে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ মাথাপিছু ১৭০ টাকা। এছাড়াও লোকসভা নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসাররা তিন দিনের ট্রেনিংয়ের জন্য ৩৫০ টাকা করে পাবেন। ভোটের সামগ্রী নিয়ে আসার জন্য চতুর্থ দিন এবং পঞ্চম দিন অর্থাৎ ভোটের দিনও পাবেন ৩৫০ টাকা। একইসঙ্গে একজন পোলিং অফিসারের তত্ত্বধানে যে ক'জন কর্মী নিযুক্ত থাকবেন তাঁদের মাথা পিছু ৩০০ টাকা করে দেওয়া হবে।

কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, পোল ডিউটিতে যে সকল প্রিসাইডিং অফিসাররা যুক্ত থাকবেন তাঁরা মোবাইল রিচার্জের জন্য ৫০ টাকা পাবেন। ভোটের কাজে নিযুক্ত অস্থায়ী কর্মীদের ট্রেনিং থেকে শুরু করে ভোট পর্ব পর্যন্ত ২০০ টাকা দেওয়া হবে। ভোটের কাজে 'মাস্টার ট্রেনার'রা ট্রেনিংয়ের জন্য ৩৫০ টাকা করে পাবেন। যা সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা হতে পারে। এছাড়াও সেক্টর অফিসার বাদে সেক্টর স্টাফরা যারা পোলিং ডিউটি ছাড়া ভোটের অন্য কাজে যুক্ত থাকবেন তাঁরা ২০০ টাকা পাবেন। তাঁদের কাজের দিনগুলিতে খাবারের বন্দোবস্তও করা হবে।

১২৮টি পুর এলাকাতেই অবৈধ নির্মাণ রুখতে নির্দেশিকার ভাবনা

নিজস্ব পরতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেনরিচের ঘটনার প্রেক্ষিতে এবার রাজ্যজুড়ে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হচ্ছে। কলকাতা পুরসভার অনুকরণে রাজ্যের ১২৮টি পুর এলাকাতেই অবৈধ নির্মাণ রুখতে নির্দেশিকা তৈরি করা হচ্ছে বলে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর সূত্রে জানা গেছে। খুব শীঘ্রই প্রশাসনিক বৈঠক ডেকে এই সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুর এলাকায় নিয়মিত নজরদারি চালাতে বিল্ডিং বিভাগের কর্মীদের অ্যাপ ও লগ-বুক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সব পুর এলাকায় সেই পন্থা অনুসরণ করা হতে পারে। কলকাতায় নতুন নির্মাণের ক্ষেত্রে ঢেকে কাজ করা সহ একাধিক শর্ত দেওয়া হয়েছে। শর্ত না মানলে এখানে জরিমানার ব্যবস্থা রয়েছে। সব পুরসভার ক্ষেত্রেই আরও কঠোরভাবে এই পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হতে পারে। এর মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতে রাজ্যের শহর ও মফস্বল এলাকায় বেআইনি নির্মাণের প্রবণতা অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গার্ডেনরিচ-কাণ্ডে তোলপাড় হয়েছে রাজ্য-রাজনীতি। বেআইনি নির্মাণ নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে কলকাতা পুরসভার ভূমিকা। সেই আবহেই উত্তর দমদম পুরসভার বিরাটির শরৎ কলোনি এলাকাতেও নির্মীয়মাণ বাড়ির একাংশ ভেঙে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। বিরাটিতে নির্মাণের ক্ষেত্রে শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। যেমন ঢেকে কাজ করা হচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতে গোটা রাজ্যের বেআইনি নির্মাণ নিয়ে নজরদারি আরও কড়া করতে চাইছে প্রশাসন। বিভাগীয় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতার মতো অন্য পুরসভাগুলিকেও নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশিকা দেওয়া হবে।

বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালে ফান্ডামেন্টালস অব কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব পরতিবেদন, কলকাতা: ইনস্টিটিউট ফর হেলথকেয়ার ইনপ্রুভমেন্ট (আইএইচআই) ও কাহোকনের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার, ৫ এপ্রিল বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালে হয়ে গেল প্রি-কনফারেন্স ওয়ার্কশপ। রোগীদের সুরক্ষা, সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং হাসপাতালের পরিষেবায় উন্নতি আনার ক্ষেত্রে নিত্যনতুন গাইডলাইন আসছে। তবে স্বাস্থ্যকর্মীদের পক্ষে সব সময় এই অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সহজ নয়। প্রতিদিনের ব্যস্ততার মধ্যে বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য পরিষেবায় এই অগ্রগতির ব্যাপারে অবহিত থাকা সম্ভব হয়ে ওঠে না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। এই ওয়ার্কশপের মাহাত্ম্য এখানেই। শুক্রবার সকালে বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালের সেমিনার হলে দীর্ঘ সময় ধরে ফান্ডামেন্টালস অব কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট নিয়ে চলল মনোগ্রাহী আলোচনা। স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন দিকের উন্নতি ও সেই সম্পর্কিত দায়িত্ব আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করা হল এই সভায়। জানানো হল হাসপাতালে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে তা প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের আধুনিকতম উপায়ও। তুলে ধরা হল রোগীদের সুরক্ষিত রাখার নানা দিক।

ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখলেন ইনস্টিটিউট ফর হেলথকেয়ার ইনপ্রুভমেন্টের(আইএইচআই) ফ্যাকাল্টি অ্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাডভাইসর ডা আভা মেহনডিরাত্তা ও ইনস্টিটিউট ফর হেলথকেয়ার ইমপ্রুভমেন্টের(আইএইচআই) প্রোজেক্ট ডিরেক্টর, ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাডভাইসর, ভ্যালু বেসড ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্ট ডা মামুন মোহিউদ্দিন ভুঁইয়া। ন্যাশনাল বোর্ড অব এডুকেশনে পেডিয়াট্রিকস ডিএনবি রয়েছে ডা আভার। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাবলিক হেলথ নিয়ে মাস্টার্সও করেছেন তিনি। অতীতে বিশ্ব ব্যাঙ্কের পরামর্শদাতাও ছিলেন ডা আভা। এনআইসিই ও লন্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ডা মামুন আবার বাংলাদেশে কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্টে মাস্টার ট্রেনার।

ডাক্তাররা তো বটেই, তাঁদের পাশাপাশি এই ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যকর্মীরাও। উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ব্যাপারে হওয়া এই আলোচনায় উপকৃত হলেন তাঁরা প্রত্যেকেই। এই প্রসঙ্গে বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালের চিফ অফ অপারেশনস নম্রতা ভট্টাচার্য বলেন, 'এটা অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ ও শিক্ষণীয় ওয়ার্কশপ। সংক্রমণ প্রতিরোধ ও রোগীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাহলেই ভুল কমে ।সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারও সম্ভব হয়। এই ওয়ার্কশপের জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইনস্টিটিউট ফর হেলথকেয়ার ইনপ্রুভমেন্ট (আইএইচআই) ও কাহোকন-কে।'

গঙ্গায় তলিয়ে গেল যুবক ! দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা, ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শুক্রবার বাড়ি থেকে কিছু না বলে ভোরবেলা বেরিয়েছিলেন নৈহাটির পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্যাটারসন রোডের বছর ১৮-এর শেখ আসরাফ আলি। পরে গঙ্গার পাড় থেকে উদ্ধার হল তাঁর চটি। প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি জানান, নৈহাটির রামঘাটে তিনিও ভোরবেলা ছিলেন। তিনি একজনকে তলিয়ে যেতে দেখে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। তবে পারেননি। জানা গিয়েছে সেই ব্যক্তির নাম পবনকুমার রেড্ডি।

পবন জানিয়েছেন, 'ঘাটের পাশে চটি খুলে রেখে গঙ্গায় নেমেছিল ছেলেটি। ডুবে যাওয়ার পাঁচ মিনিট বাদে গঙ্গায় নেমে ওর খোঁজ চালাই। কিন্তু তীব্র জলের স্রোত ওকে অন্যত্র টেনে নিয়ে গেছে।' নিখোঁজ যুবকের বাবা শেখ আমির আলি বলেন, 'সকাল পাঁচটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে দেখি ঘরে ছেলে নেই। বাড়িতে কিছু না বলেই খুব সকালে ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। চারদিক খোঁজার সময় শুনলাম একটা ছেলে রামঘাটে গঙ্গায় ডুবে গিয়েছে। রামঘাটে এসে দেখি ছেলের চটি পড়ে রয়েছে।' যদিও গঙ্গায় কিশোর নিখোঁজের ঘটনা এখনও পরিষ্কার নয়। প্রত্যক্ষদর্শী না থাকায় নিখোঁজের ঘটনা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই গিয়েছে। স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়েছে, নাকি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে শেখ আসরাফ আত্মহত্যা করেছেন তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। তবে শেখ আসরাফের বাবা আমির আলির জানান, ছেলে কোনওদিন গঙ্গায় স্নান করতে আসেনি। তাছাড়া বাড়িতে কারও সঙ্গে ওর ঝামেলা হয়নি। কেন, কী করে এমন ঘটনা ঘটল, তাঁরা বুঝতে পারছেন না।

জিপিএফ-এ টাকা জমানোর প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার কর্মী ও আধিকারিকদের একাংশের বেতন থেকে জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ডে বিপুল টাকা জমানোর প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যোগী হয়েছে। রাজ্যের অর্থ দপ্তর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, জিপিএফ তহবিল পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে কেউ কেউ মাত্র সাতমাসের মধ্যেই ৫ লক্ষের বেশি টাকা বা সর্বোচ্চ জমারও অধিক অর্থ জিপিএফে রেখেছেন। এজন্য ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ থেকে প্রতিমাসে জিপিএফ বাবদ এমনভাবে টাকা কাটা হবে যাতে তা ৫ লক্ষ টাকার সীমার মধ্যেই থাকে। জিপিএফে জমার বিষয়টি নিয়ে কর্মী ও আধিকারিকদের সেইমতোই পরিকল্পনা করতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারি কর্মী-আধিকারিকদের মূল বেতনের ৬ শতাংশ জিপিএফের জন্য কাটানো বাধ্যতামূলক। কিন্তু কোনও কর্মী চাইলে মূল বেতনের পুরোটাই বা ১০০ শতাংশ পর্যন্ত জিপিএফে জমা রাখতে পারেন। গত বছরের মে মাসে অর্থ দপ্তর নির্দেশিকা জারি করে জানায়, প্রতি অর্থবর্ষে জিপিএফে সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা জমা দেওয়া যাবে।

অখিল ভারত জয়গুরু সংঘের বার্ষিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব প্রতিষ্ঠিত অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায় শাখা পার্কের নামের ৬৮তম বার্ষিক উৎসব পালিত হবে রবিবার ৭ এপ্রিল মধ্য কলকাতার ঐতিহ্যবাহী নতুন বাজারের বিপরীতে হরিনামতলায়। এই উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী নামসংকীর্তন, গুরুগীতা পাঠ, ভাগবৎ পাঠ, ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছে। সংস্থার পক্ষে উত্তম দে জানিয়েছেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীগণ ধর্মালোচনায় অংশ নেবেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৬ এপ্রিল ২০২৪ ২৩ চৈত্র ১৪৩০ শনিবার

দিনে-দুপুরে মহিলার ব্যাগ ছিনতাইয়ের চেষ্টা, বাধা দিতেই গুলি চলল গড়িয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভরদুপুরে গড়িয়ার জনবহুল রাস্তায় চলল গুলি! প্রকাশ্যে মহিলাকে লাথি মেরে ফেলে তাঁর ব্যাগ ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে চার যুবক। এক ব্যক্তি বাধা দেওয়ায় গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায় তারা।

দিনে দুপুরে গড়িয়ার মতো এলাকায় এমন ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার বাসিন্দা ও পথচারীরা। উদ্ধার হয়েছে কার্তুজের খোল। তদন্তে নেমেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুর ৩টে নাগাদ মহামায়াতলা দিয়ে যাচ্ছিলেন স্থানীয় এক মহিলা। ঠিক ব্যাঙ্কে ঢোকার মুখে তাঁর ব্যাগ নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে চার যুবক। বাধা দিতেই তাঁকে

লাথি মেরে ফেলে দিয়ে ব্যাগ কেড়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে ওই চার জন। পথচলতি এক ব্যক্তি বাধা দিতে যেতেই চলে গুলি। তবে গুলি কারও গায়ে লাগেনি।

রাস্তায় গুলিচালনার ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছয় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ধৃতের নাম সুরজ শেখ। তার বাড়ি বজবজ এলাকায়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্যামলী জানান, তাঁর ব্যাগের মধ্যে ৭০০ টাকা এবং দরকারি কিছু কাগজপত্র ছিল। শ্যামলী বলেন, 'আমি ব্যাঙ্কে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। আমাকে বন্দুক দেখিয়ে আমার ব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে আমাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে পালায় চার জন। একটি গুলিও করে। ব্যাঙ্কের সামনে একজন ছিনতাইয়ে বাধা দিয়েছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে একটি গুলি চালায় ওরা।'

সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে চটকল ঘাট থেকে উদ্ধার নিহত মহিলার দেহাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ওয়াটগঞ্জে এক মহিলার বস্তাবন্দি টুকরো টুকরো দেহ উদ্ধার হয়েছিল। ঘটনার তদন্তে নেমে নিহত দুর্গা সরখেলের ভাসুর নীলাঞ্জন সরখেলকে গ্রেপ্তারও করে পুলিশ। তাকে জেরা করে পুলিশ। পরে নিহতের বাড়ির ঢিল ছোড়া দূরত্বে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে দেহাংশের না-পাওয়া কিছু টুকরো উদ্ধার করল পুলিশ।

চটকল ঘাটের পাশে একটি ঝোপ থেকে শুক্রবার মহিলার হাত, পায়ের আঙুল এবং পেটের কিছু অংশ উদ্ধার হয়। সেগুলি কোথায় ফেলা হয়েছে, তা জানতে তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। জানা গিয়েছে, নিহত মহিলার ভাসুর নীলাঞ্জন সরখেলকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। খুন হওয়া মহিলা দুর্গা

ওয়াটগঞ্জ হত্যা-কাণ্ড

সরখেলের দেহের বাকি অংশ কোথায় ফেলা হয়েছে, নীলাঞ্জনের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করে পুলিশ। নীলাঞ্জন তদন্তে অসহযোগিতা করছেন বলেও পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। যদিও পুলিশের সন্দেহ ছিল, নীলাঞ্জনই দুর্গার দেহের বাকি অংশ ফেলে দিয়ে এসেছিলেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্গা খুনের তদন্তে কিছু সিসিটিভি ফুটেজ উদ্ধার হয়েছে। দুর্গাদের বাড়ির ঠিকানা ২৩বি, হেমচন্দ্র স্ট্রিট। সেই বাড়ির উল্টো দিকের বাড়ির সামনে সিসি ক্যামেরা রয়েছে। সেই ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। তাতে এক বার দেখা গিয়েছে, হাতে প্লাস্টিক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন নীলাঞ্জন। পরে আবার বাড়িতে ঢুকতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। প্রসঙ্গত, দুর্গার দেহ যেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে, সেই জায়গা তাঁর বাড়ির একেবারে কাছে। মেরেকেটে ৬০০ মিটার। জেরার সময় নীলাঞ্জনের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তদন্তকারীদের একটি সূত্রের দাবি, গোটা জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব জুড়েই নির্লিপ্ত ছিলেন নীলাঞ্জন।

মঙ্গলবার দুপুর ৩টে নাগাদ ওয়াটগঞ্জ থানা এলাকার সত্য ডাক্তার রোডের পাশে পাঁচিলে ঘেরা একটি পরিত্যক্ত জায়গা থেকে প্লাস্টিকের ব্যাগে দুর্গার দেহাংশ পেয়েছিল পুলিশ। তার তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার সকালে নীলাঞ্জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রাজ্যের আরও ৫টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরও ৫ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল বামেরা। ব্যারাকপুর থেকে নির্বাচনে লড়বেন দেবদূত ঘোষ। দেবদূত আগের বিধানসভা নির্বাচনেও টালিগঞ্জ থেকে লড়েছিলেন বামেদের টিকিটে। কিন্তু হারতে হয়। অন্য দিকে, বারাসতে বামফ্রন্টের প্রার্থী প্রবীর ঘোষ। বসিরহাটে লড়ছেন নিরাপদ সর্দার। এই নিরাপদ আবার সন্দেশখালির প্রাক্তন বিধায়ক। ডায়মন্ড হারবারে বামেদের হয়ে দাঁড়াচ্ছেন প্রতীক উর রহমান। প্রতীক উর এসএফআই-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। তিনি যে ডায়মন্ড হারবারে দাঁড়চ্ছেন সে ইঙ্গিত আগেই মিলেছিল। কিন্তু, বামেরা অপেক্ষা করছিল আইএসএফের জন্য। এরপর সেখানে প্রার্থী দেয় আইএসএফ। এবার প্রার্থী দিল বামেরাও। একুশের বিধানসভা ভোটে ডায়মন্ড হারবার থেকে লড়েছিলেন প্রতীক উর রহমান। কিন্তু হারতে হয়েছিল তাঁকেও। আর ঘাটালে দাঁড়াচ্ছেন বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী তপন গঙ্গোপাধ্যায়।

তবে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বাম-আইএসএফ-এর মধ্যে যে বোঝাপড়া হওয়ার কথা ছিল তা উধাও। এদিকে আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকির ডায়মন্ড-হারবারে দাঁড়ানো নিয়ে চলছিল জল্পনা। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার আরও ৫ আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে আইএসএফ। তবে ডায়মন্ড হারবারে নওশাদকে টিকিট দেওয়া হয়নি।

লড়ছেন মজনু লস্কর। হেভিওয়েট যাদবপুর, ডায়মন্ড-হারবারের পাশাপাশি বালুরঘাট, উলুবেড়িয়া, ব্যারাকপুরেও প্রার্থী দেয় আইএসএফ। এদিকে বাম -আইএসএফ-এর আসন সমঝোতা ভেস্তে যাওয়ার পিছনে একদিন আগে নওশাদ আঙুল তুলেছিলেন বামেদের দিকে। এরপর শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে তারই পাল্টা দিতে দেখা গেল বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে। সাংবাদিক বৈঠক থেকে স্পষ্ট জানান, আইএসএফ-কে অনেকবার ডাকা হলেও তারা বৈঠকে আসেনি। প্রার্থী দিতে এত দেরি হওয়ার পিছনে আসন সমঝোতার কথাই বারবার গিয়েছে বিমানের মুখে। তবে এদিন এসইউসিআই, লিবারেশনের কথাও শোনা যায় বামেদের মুখে। বিমান বলেন, 'আমরা সকলের সঙ্গে কথা বলেছি। তাই দেরি। আমরা এসইউসিআই-র সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু তারা ভোটের লড়াইয়ে বামেদের সঙ্গে যাবে না। সিপিআইএমএল বলেছে তারা যে আসনে প্রার্থী দেবে বাকি গুলো আমাদের।' অর্থাৎ, বামেরা মোট ৩০ আসনে লড়বে। এখনও পর্যন্ত জয়নগর আর মথুরাপুর প্রার্থী ঘোষণা করতে বাকি। ১২ টি আসনে বামেদের সমর্থন করছে কংগ্রেসে।

এপ্রিলেই মাধ্যমিকের রেজাল্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনের আঁচে উত্তপ্ত বঙ্গ রাজনীতি। এরই মাঝে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে জানানো হল, এপ্রিলের শেষের দিকেই প্রকাশিত হতে পারে ২০২৪-এর মাধ্যমিকের ফলাফল। আর এই ফল ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে ২০ এপ্রিলের পর। পর্ষদ সূত্রে খবর, wbresults.nic.in ওয়েবসাইট থেকে পরীক্ষার্থীরা রেজাল্ট ডাউনলোড করতে পারবে।

প্রসঙ্গত, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ থেকে এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়। ১২ তারিখ অবধি পরীক্ষা চলেছে। পাশের জন্য পরীক্ষার্থীকে ন্যূনতম ৩৪ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। ফল প্রকাশের পর অফিশিয়াল ওয়েবসাইট wbresults.nic.in /www.wbbse.wb.gov.in থেকে পরীক্ষার্থীরা ফলাফল দেখতে পারবে। এর পাশাপাশি ওয়েবসাইটে লগ-ইন ক্রেডেনসিয়ালে রোল নম্বর, ডেট অব বার্থ দিয়ে পরীক্ষার্থীরা ফলাফল দেখতে পারবে। মার্কশিটের পিডিএফও নামাতে পারবে তাঁরা। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ধাপে ধাপে দেখতে হবে রেজাল্ট। প্রথমে অফিশিয়াল ওয়েবসাইট wbresults.nic.in ক্লিক করতে হবে। এরপর WBBSE মাধ্যমিক ক্লাস ১০ রেজাল্ট লিঙ্ক-এ ক্লিক করতে হবে। সেখানে রোল নম্বর, জন্ম তারিখ লাগবে লগ-ইন করতে হবে।

বঙ্গে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে মেট্রো কল্যাণী পর্যন্ত পৌঁছবে বললেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ৩৫টি আসনের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছলে, বাংলায় তৃণমূল সরকার আর থাকবে না। তৃণমূল বাংলা থেকে বিদায় নেবে। আর বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে মেট্রো রেলওয়ে ব্যারাকপুর পেরিয়ে কল্যাণী পর্যন্ত পৌঁছবে।

শুক্রবার টিটাগড়ে ভোট প্রচারে বেরিয়ে মেট্রো রেলওয়ে সম্প্রসারন নিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন সকালে তিনি টিটাগড় ব্রহ্মস্থানে পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তিতে মালা দেন। তারপর টিটাগড় এস ভি পথের পাতালেশ্বর মন্দিরে তিনি পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন। টিটাগড় বউ বাজার, স্টেশন বাজার, বিটি রোড হয়ে কেলভিন লাইন ঘুরে বিস্তীর্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে তিনি ব্রহ্মস্থানে প্রচার শেষ করেন। প্রচার শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'প্রচারে বেশ ভালোই সাড়া মিলছে। আশা করছি, বড় মার্জিনে জয় আসবে।' এদিন তিনি বলেন, 'দুর্নীতি, তোলাবাজি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদক বিক্রির বিরুদ্ধে এখানে মানুষ ভোট দেবেন। সেইসঙ্গে তৃণমূলের নাক কাটা, গাল কাটা বুথে বসে থাকলে মানুষ বুঝে শুনেই ভোট দেবেন।' তাঁর দাবি, বাংলায় ৮০ কোটি মানুষ ফ্রিতে রেশন পাচ্ছেন। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন উনি নাকি রেশন দিচ্ছেন। আবার রেশন কেলেঙ্কারিতে খাদ্যমন্ত্রী জেলে আছেন। সুতরাং মানুষ এবার শাসকদলকে সঠিক জবাব দেবেন। বিজেপি প্রার্থীর সংযোজন, মানুষ মোদিজির গ্যারান্টির ওপর মানুষের বিশ্বাস আছে। মোদিজির প্রতিনিধি হয়ে তিনি ভোটে দাঁড়িয়েছেন। মোদীজীর আশীর্বাদ গোটা দেশের মানুষের ওপর আছে। এদিন ভোট প্রচারে প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রমণি শুক্লা প্রমুখ।

কলকাতার গর্বের মেট্রো চত্বর নোংরা করছে যাত্রীদের একাংশ! হুঁশ ফেরাতে একাধিক পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে শুরু হতে চলেছে বিশেষ আবর্জনা বিরোধী অভিযান। একইসঙ্গে এমন ঘটনায় যাত্রীদের উপর জরিমানাও আরোপ করতে চলেছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গেছে যে, হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত গ্রিন লাইনের সদ্য উদ্বোধন হওয়া অংশে যাত্রীদের একটি অংশ নিয়মিত মেট্রো চত্বরে আবর্জনা ফেলছে। এদিকে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে যাত্রীরা যাতে দ্রুত, মসৃণ এবং সস্তার পরিবহণের সুবিধার জন্য দূষণের মাত্রা হ্রাস করতে একের পর এক পদক্ষেপ নিচ্ছে ঠিক সেই সময়েই যাত্রীদের একাংশ ক্রমাগত প্লাস্টিকের বোতল , পানের রস এবং গুটকা থুথু ফেলে মেট্রো প্রাঙ্গণকে নোংরা করছে।

এ ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ক্রমাগত ঘোষণা, পোস্টার প্রদর্শন করার পাশাপাশি যাত্রীদের এই ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত

থাকার অনুরোধও জানানো হচ্ছে। একইসঙ্গে বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনের সমস্ত প্ল্যাটফর্ম টিভিতে বিশেষ সচেতনতামূলক ভিডিও দেখানো হচ্ছে। এদিকে আবার বোতল পেষণকারী যন্ত্রের পাশাপাশি বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে লিটার বিনও সরবরাহ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মেট্রো রেলের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলগুলিও এই সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই ঘটনায় মেট্রো কর্তৃপক্ষ এখন গ্রিন লাইন এবং ব্লু লাইনে বিশেষ আবর্জনা বিরোধী অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি যাঁরা মেট্রো চত্বরকে নোংরা করছেন তাঁদের গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। এর জন্য ইতিমধ্যে বিশেষ অ্যান্টি-লিটারিং স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে যারা অপরাধীদের চিহ্নিত করতে এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে যাবে এবং এমন ঘটনা ধরা পড়লে ৫০০ টাকা জরিমানাও করবে বলে স্থির করা হয়েছে।

বিমানে অসুস্থ যাত্রী, কলকাতায় অবতরণের পরই হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতাগামী ইন্ডিগোর ৬ই ৬০৪১ বিমানে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এক যাত্রী। পাইলটের তৎপরতায় জরুরি অবতরণে প্রাণ বাঁচল তাঁর। দমদম বিমানবন্দর সূত্রে খবর, চণ্ডীগড় থেকে আসা এই বিমান যখন কলকাতার মাঝ আকাশে, তখনই পাইলটকে জানানো হয় বিমানের অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বিশ্বনাথ দাম নামে বছর ষাটের এক যাত্রী। তিনি ডায়াবেটিসের রোগী। মাঝ আকাশে আচমকা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সম্বিৎ হারাতে শুরু করেন।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে পাইলটও এক মুহূর্তে দেরি না করে যোগাযোগ করেন এটিসির সঙ্গে। বিমানযাত্রীর শারীরিক অবস্থা কথা জানানো হয় এবং জরুরি ভিত্তিতে অবতরণের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়।

সেই মতো অনুমতি পেতেই কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে আসে ইন্ডিগোর ওই বিমানটি। পাইলট এটিসির সঙ্গে যোগাযোগ করার পর, বিমানবন্দরেও সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে ফেলা হয়। বিমানবন্দরে জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত অ্যাম্বুল্যান্স তৈরি রাখা হয় ছ'নম্বর পার্কিং বে'তে।

বিমানটি রানওয়েতে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে বিমানবন্দরে নিযুক্ত মেডিক্যাল অফিসাররা প্রথমে ওই যাত্রীর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। এরপর তাঁকে ভিআইপি রোডের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বলে সূত্রে খবর।

শাহজাহানকে দেখে চোর-চোর স্লোগানে উত্তপ্ত জোকা ইএসআই চত্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শাহজাহানকে দেখেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল জোকা ইএসআই হাসপাতাল চত্বর। উঠল 'চোর-চোর' স্লোগান। সূত্রের খবর, শুক্রবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হলে শাহজাহানকে নিয়ে যাওয়া হয় জোকার ইএসআই হাসপাতালে। সেখানে শাহজাহানকে দেখেই শুরু হয় লাগাতার স্লোগান, বিক্ষোভ। প্রসঙ্গত, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তৃণমূলের কোনও নেতাকে দেখে জোকা ইএসআই হাসপাতালে এমন 'চোর-চোর' স্লোগান দেওয়া হল। সূত্রের খবর, শেখ শাহজাহানকে যখন মেডিকেল চেক আপ করে বের করা হয় তখন সেখানে উপস্থিত রোগীর পরিজনেরাই এই স্লোগান তোলেন।

শুধু স্লোগান তোলাই নয় তাঁর নিরাপত্তায় থাকা বাহিনীদের সন্দেশখালিতে পাঠানোর দাবি ওঠে। অনেকেই বলেন,

শাহজাহানকে নিরাপত্তা না দিয়ে সন্দেশখালিতে যে সমস্ত বুথ রয়েছে সেখানে নিরাপত্তা জোরদার করা হোক। শাহাজাহান বাহিনী যাতে বুথ দখল করতে না পারে সেই কারণে সেখানের নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হোক। এই স্লোগানের মধ্যে থেকে একজনকে চেঁচিয়ে বলতে শোনা যায়, 'এদের গুলি করে মেরে ফেলা হোক। এনকাউন্টার করা হোক। না হলে তিহাড় জেলে পাঠানো হোক। এরা সন্দেশখালির ত্রাস।' প্রসঙ্গত, বর্তমানে ইডি হেপাজতে আছেন সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহান। রেশন দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে এই শাহজাহানের বিরুদ্ধে। একইসঙ্গে সন্দেশখালির সাধারণ মানুষের জমি-ভেড়ি জবর দখলেরও অভিযোগ রয়েছে শাহজাহান বাহিনীর বিরুদ্ধে। এদিকে এদিন হাসপাতালেই ফের মুখ খুলতে দেখা যায় শাহজাহানকে। গত বুধবারও আদালতে পেশের আগের জোকা ইএসআই হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল ইডি। সেখানেও ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করতে দেখা যায় তাঁকে। স্পষ্ট জানান, 'সব মিথ্যা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হচ্ছে।' কিন্তু কারা করছে ষড়যন্ত্র তার উত্তরে শাহজাহান বলেছিলেন 'বুঝতেই পারছেন।' এদিন তাঁর মুখে শোনা গেল প্রায় একই কথা। এদিনও বলেন, 'এটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। জানেন না ভোটের সময় কারা এগুলি ব্যবহার করে।'

নির্বাচনের আগে প্রতিবাদ আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনের মুখে নিয়োগের দাবিতে ফের বিক্ষোভে, প্রতিবাদে সামিল হলেন আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীরা। শুক্রবার দুপুরে কলকাতার রাজপথে মিছিল করেন 'বঞ্চিত' চাকরিপ্রার্থীরা। কলেজ স্কোয়ার থেকে শহিদ মিনার পর্যন্ত মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। এই মিছিলেন প্রতীকী শবদেহ নিয়ে চলে চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ, প্রতিবাদ। এরপর এই মিছিল ঘিরেই ধুন্ধুমার ধর্মতলা চত্বর। শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের তুমুল ধস্তাধস্তি। কার্যত টেনে-হিঁচড়ে আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীদের প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। এদিনের এহ ঘটনায় রাজ্য সরকারের অস্বস্তি যে বাড়ল তাতে সন্দেহ নেই।

সূত্রে খবর, শুক্রবার দুপুরে মিছিল ধর্মতলা থেকে শহিদ মিনারের দিকে এগোচ্ছিল। কাঁধে প্রতীকী শবদেহ নিয়ে মিছিলে হাঁটতে থাকেন তাঁরা। মিছিলের থেকে উঠতে থাকে 'বলো হরি, হরি বোল' ধ্বনি। ধর্মতলা থেকে শহিদ মিনারের দিকে যাওয়ার সময় পুলিশ প্রথমে চাকরিপ্রার্থীদের আটকায় এবং তাঁদের নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়ার জন্য বলা হয়। তবে পুলিশের এই নির্দেশ শুনতে রাজি ছিলেন না মিছিলে অংশগ্রহণকারী চাকরিপ্রার্থীরা। এরপরই পুলিশের সঙ্গে একরকম বচসা শুরু হয়ে আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীদের। পুলিশের তরফে একাধিকবার সরে যাওয়ার জন্য আবেদন করা হয়। কিন্তু কোনও কাজ না হওয়ায় শেষে কার্যত চাকরিপ্রার্থীদের টেনে-হিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তুলে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ।

এদিনের এই মিছিলে দাবি-দাওয়ার সমর্থনে পা মিলিয়েছিলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতারাও। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষও। তাঁকেও এদিন আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। এরপরই সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফ থেকে একটি প্রতিনিধি দল লালবাজারে যাওয়ার পরিকল্পনা নেয়। অন্য দিকে চাকরিপ্রার্থীদের একটি প্রতিনিধি দল রাজভবনে যাওয়ার পরকল্পনা নেয়।

শুক্রবারের এই ঘটনায় শাসকদলকে এতহাত নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'সত্তরের দশকের সেই জনপ্রিয় স্লোগান, পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার ১১২।' সঙ্গে এও বলেরাজ্য পুলিশের কর্মচারী হিসেবে তাঁরাও তাঁদের প্রাপ্য ডিএ পাচ্ছেন না। এরপরও তাঁরা চাকরি প্রার্থী থেকে শুরু করে ডিএ নিয়ে যাঁরা আন্দোলন করছেন তাঁদের মারধর করছেন। এদিকে এদিনের এই ঘটনায় মুখ খোলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষও। তিনি জানান, এদিনের এই মিছিলকে যেভাবে পুলিশ থামিয়েছে এবং বিক্ষোভকারীদের আটক করেছে তা বেআইনি।

বিজেপি নেতা হত্যা মামলায় ১৫ দিনের মধ্যে তদন্তের দায়িত্ব নিতে হবে এনআইএকে: হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপি নেতা বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়া খুনে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। সেই নির্দেশের পরেও এনআইএ তদন্তভার না নেওয়ায় ক্ষুব্ধ বিচারপতি। হাইকোর্টের নির্দেশ কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে একের পর এক আইনজীবীরা পাঠালেও তা কার্যকরে কেন্দ্র কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। তাতেই কার্যত হতাশ কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর নির্দেশ, ১৫ দিনের মধ্যে তদন্তের দায়িত্ব নিতে হবে এনআইএকে। নির্দেশ কার্যকরের কথা জানিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে আগামী ২৪ এপ্রিল। আদালতের বক্তব্য, এটা দুর্ভাগ্যের যে হাইকোর্টের নির্দেশ কার্যকর করতে কোনওরকম পদক্ষেপ করতে আগ্রহ দেখায়নি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। শুধু কেন্দ্রের আইনজীবীরা নন, সূত্রের খবর এএসজি গত ফেব্রুয়ারি নিজে চিঠি লিখে নির্দেশ কার্যকরের জন্য সুপারিশ করেছেন। তার পরেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি বলেও অভিযোগ। তবে এবার হাই কোর্টের কড়া নির্দেশ। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তদন্তের দায়িত্ব নিতে হবে এনআইএকে।

উল্লেখ্য, গত বছরের মে মাসে ময়নার বাকচার বিজেপি নেতা বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়াকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তার পরই মৃত্যু হয় তাঁর। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তুঙ্গে চাপানউতোর। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি-সহ নিহতের পরিবারের উপযুক্ত নিরাপত্তার দাবিতে সরব হয় বিজেপি নেতৃত্ব। এই খুনের ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তের দাবিও জানিয়েছিল গেরুয়া শিবির। সেই মতো তাঁর বাড়ির সামনে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। তবে তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়নি। তাই হাই কোর্টে গত বছরেও ভর্ৎসনার মুখে পড়ে কেন্দ্র। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর শুক্রবার এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট।

সম্পাদকীয়

অনলাইন কাজের প্রশংসা করেও ভোটদানকে ‘অফলাইন’ করে আটকে রাখা হচ্ছে কেন

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বললেন, তাঁদের চারটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হচ্ছে এ বারে; পেশিশক্তি, অর্থশক্তি, আচরণবিধি ভঙ্গের প্রবণতা এবং ভুয়ো তথ্যের প্রচার। এগুলোর মোকাবিলা খুব সহজ নয়। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে কমিশনও সব ক্ষেত্রে কঠোর হয় না। এক দিকে সর্বত্র অনলাইনে কাজ করার প্রশংসা করা হচ্ছে, অথচ ভোটদান প্রক্রিয়াকে ‘অফলাইন’-এর বেড়াজালে বেঁধে রাখা হয়েছে। বাড়িতে বসে ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দিলে পেশিশক্তির আস্ফালনকে অনেকখানি প্রতিহত করা সম্ভব হত। অর্থশক্তির তাণ্ডবকে জেনেশুনে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না কি? ধনকুবের গোষ্ঠীর সঙ্গে বড় রাজনৈতিক দলগুলির যে অনৈতিক আর্থিক যোগাযোগ, তা জানা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা যেন নীরব দর্শকের। হাজার হাজার কোটি টাকা বিভিন্ন ধনকুবেরের কাছ থেকে ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলির তহবিলে ঢুকছে অবাধে। ক্ষমতাসীন বেশি পাচ্ছে, বিরোধীরা কম। স্টেট ব্যাঙ্ক তার কিছুটা হলেও প্রকাশ করেছে। কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা তো এখনও প্রকাশিত হল না। উদ্যোগপতিরা যেখানে ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলিকে হাজার হাজার কোটি টাকা ভেট দেয়, সেখানে গণতন্ত্রের আর থাকে কী! এখানে সরকারের মুখ্য নিয়ামক এখন আর সাধারণ ভোটদাতারা নন, মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী। তাঁরা আবদার করলে আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোপণ্যের দাম কমলেও ভারতে বেড়ে যায়; ওষুধের উৎপাদন খরচের তুলনায় বাজারমূল্য অনেক গুণ বেড়ে যায়; মোটা টাকার অনাদায়ি ঋণ মকুব হয়ে যায়। তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা-চিকিৎসা হয়ে যায় মহার্ঘ, সরকারি সম্পদের মালিকানা চলে যায় বেসরকারি হাতে। আর সাধারণ মানুষ তাঁদের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি দাবি করে আন্দোলন করলে তা পূরণ হয় না, উল্টে রাষ্ট্র তার দাঁত-নখ বার করে ঝাঁপিয়ে পড়ে আন্দোলনকারীদের উপর। নির্বাচনী আচরণবিধি ভাঙার প্রবণতা সর্বত্র। এ নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগও গৃহীত হয়, কিন্তু তার পর কী হয়, তা অভিযোগকারী কিংবা অভিযুক্তরা জানতে পারেন কি? আমি গত বিধানসভা নির্বাচনপর্বে দুটো অভিযোগ করেছিলাম। অভিযোগগুলি ছিল; প্রথমত, কোভিড-১৯ টিকাকরণের শংসাপত্র যা সে সময়কার ভোটপর্বে বেরিয়েছিল, বিতরিত হয়েছিল, তাতে ভারত সরকারের অশোক স্তম্ভের জায়গায় মোদীজির ছবি ছিল। দ্বিতীয়ত, বুথের ভিতর সিসিটিভি ক্যামেরা-সহ কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসকে প্রার্থীদের প্রতীক হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। জনৈক প্রার্থী সিসিটিভি ক্যামেরাকে তাঁর প্রতীক হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। এটা কি নির্বাচনী আচরণবিধি ভাঙার মধ্যে পড়ে না? অভিযোগ দু’টির পরিণতি কী হল, জানা নেই। আর ভুয়ো তথ্যের প্রচার? জানি না এই প্রচার-স্রোতের অপর নাম ভোট রাজনীতি কি না! ভোট সমীক্ষা চলছে নানা ঢঙে, নানা আবরণে। বঙ্গ সমীক্ষা, ভারত সমীক্ষা। কাগজে-কাগজে, চ্যানেলে-চ্যানেলে। অমুকে এগিয়ে, তমুকে পিছিয়ে। আর ভুয়ো প্রতিশ্রুতিও তো এর মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। চাকরির প্রতিশ্রুতি, ভোটারদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা জমা হওয়ার প্রতিশ্রুতির মতো হাজারো প্রতিশ্রুতি (যার অপর নাম নাকি ‘জুমলা’) দেখছি ভোট উৎসবের এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠছে। যাঁরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট আদায় করেন, তাঁদের শাস্তির কোনও বিধান আছে বলে তো মনে হয় না। তা ছাড়া শুধু ভুয়ো তথ্যের প্রচার কেন, যে কোনও তথ্যের ব্যাপক প্রচারও অর্থ-নির্ভর। ভোটদাতাদের সেই স্রোতে ভাসিয়ে রাখার বাধাহীন প্রতিযোগিতা চলে। তারও চাই সুনিয়ন্ত্রণ।

জন্মদিন

আজকের দিন

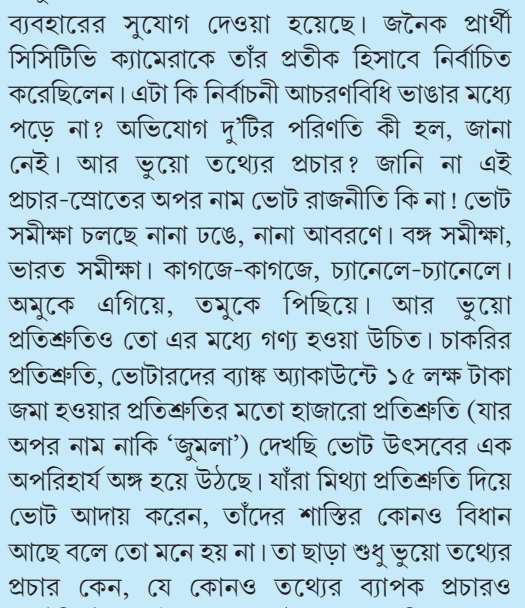

সুচিত্রা সেন

১৯৩১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দিলীপ ভেঙ্গসরকারের জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ইন্দ্রানী দত্তের জন্মদিন।*

বোকা থাকাটা কি বাঞ্ছনীয়!

সুপ্রিয় দেবরায়

শিশুরা সরল কিন্তু তারা বোকা হোক, প্রতিযোগিতা বিমুখ হোক; তাই কি আমরা চাইব! শঙ্কা আসে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে যদি এই বিশ্বাস অঙ্কুরিত করে দিই, তাহলে তারা কী ভাববে, সৎ হতে গেলেই বোকা হতে হবে? সততা কোনও গুণ নয়? যাঁরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান তাদের মধ্যে সততা নেই? চালাক মানেই সে কিন্তু ঠগ নয়, চালাক মানেই কি সবাই ধূর্ত শেয়াল! একজন নাগরিক শিশু-কৈশোর বয়স থেকেই ন্যায় শিখুক, ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য বুঝতে শিখুক, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখুক, পিতৃপুরুষের অপমান বঞ্চনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শিখুক। তার মধ্যে জীবনের মুল্যবোধ জাগ্রত হউক। আবার ক্ষমা করতেও শিখুক। ক্ষমা করা মানেই সে কিন্তু বোকা নয়, এ শিক্ষা তো আমাদের যুগপুরুষ রামকৃষ্ণ এবং অজস্র মনীষীগণ দিয়ে গেছেন। রামকৃষ্ণ ঠাকুরকেও কিন্তু বোকা আখ্যা দেওয়া যায় না। তিনি যে পাঠ আমাদের দিয়ে গেছেন, তার মধ্যে নিহিত ছিল তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, তাঁর সরলতার পরিচয়, তাঁর সততার পরিচয়। তিনি সোজা-সরল ভাষায় সবার মধ্যে তাঁর মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতেন। আমাদের অভিধানে বোকা মানে ‘ভালো’ এটা কিন্তু বলা যাবে না। অসফলতাকে ঢাকতেই আমরা প্রায়শই বলে উঠি, ‘সৎ বলেই তো পারলাম না ওই অন্যায় কাজটা করতে’ কিংবা পরিবার-পরিজন বলে ওঠে, ‘বোকা বলেই গুছিয়ে নিতে পারল না, সে সোজা-সরল, অত প্যাঁচ-কুটিলতা বোঝে না’। এর সঙ্গেই জুড়ে যায় ‘বোকামি’ শব্দটি। ‘বোকামি’ একটি বহুমুখী শব্দ। কখনও তা সততার নামান্তর, কখনও মূল্যবোধের, কখনও মেনে নেওয়ার, কখনও সরলতার, কখনও না-উন্নতির, কিছু না করতে পারার অপারগতা। অনেক সময়ই নেহাত কিছু করতে না পারার হতাশা থেকে আড়াল কিংবা সান্ত্বনা খুঁজে নেওয়ার বর্ম হচ্ছে ‘আমি বোকা’। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিও হতে পারেন সৎ, তাঁর মধ্যে থাকতে পারে সততা-ক্ষমা-উদারতা নামক গুণগুলি এবং সর্বোচ্চ গুণ তাঁর মূল্যবোধ।

সব শিশু সরল এবং সত্যবাদী। রিক নিশ্চয়ই আমাদের সকলের বিবেকের গোড়া ধরে কিঞ্চিৎ নাড়া দিয়েছে। কিন্তু সেই শিশুর সরল মনের অভিব্যক্তি, ভাইরাল করার কি খুবই প্রয়োজনীয়তা ছিল? শিশুটির সরলতাপূর্ণ আবেগঘন উক্তিটি নিয়ে আজ সমাজমাধ্যম উত্তাল। কে একজন পোস্ট করেছেন, সত্যি-মিথ্যা জানি না, যে শিক্ষক এই ভিডিওটি ভাইরাল করেছেন, তিনি নাকি এর আগেও তাঁর স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে এই ধরণের ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। যদি সত্যি হয়, ব্যাপারটি দুঃখজনক। আমরা যখন ছোট ছিলাম, আমাদের স্কুলশিক্ষকও রচনা লিখতে দিতেন; বড় হয়ে কে কী হতে চাও? মনে আছে আমাদের ক্লাসের এক পড়ুয়া লিখেছিল, সে বটগাছ হতে চায়। তাদের গ্রামে যে বটগাছটি আছে, তার চারদিক ঘিরে আছে গোল করে সিমেন্টের লাল রঙের বসার জায়গা। সে খেয়াল করেছিল, ঘর্মাক্ত-ক্লান্ত পথিকরা সেখানে বসে একটু আরাম করত। কাঁধের থেকে গামছা দিয়ে ঘাড়-গলা মুছত। অনেকে তাদের পুঁটুলি থেকে খাবার বের করে খেত। পাশে বসা লোকগুলোর সাথে কত গল্প করত। আর বটগাছটা সেইসব গল্প, কথা মন দিয়ে শুনত। গাছের থেকে নেমে আসা ঝুরি দিয়ে দোলনা বানিয়ে সেই পড়ুয়াটিও দোল খেত তার বন্ধুদের সাথে। আর শুনতে পেত কত সব বিচিত্র সুরেলা ডাক, গাছটির ডালে বসা পাখিদের থেকে। এতো সরলতায় মোড়া ছিল সেই পড়ুয়াটির আকাঙ্ক্ষা, প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও তার সেই রচনাটি আমি ভুলতে পারিনি।

যে প্রসঙ্গে ছিলাম, শিশুরা সরল কিন্তু তারা বোকা হোক, প্রতিযোগিতা বিমুখ হোক; তাই কি আমরা চাইব! শঙ্কা আসে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে যদি এই বিশ্বাস অঙ্কুরিত করে দিই, তাহলে তারা কী ভাববে, সৎ হতে গেলেই বোকা হতে হবে? সততা কোনও গুণ নয়? যাঁরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান তাদের মধ্যে সততা নেই? চালাক মানেই সে কিন্তু ঠগ নয়, চালাক মানেই কি সবাই ধূর্ত শেয়াল! একজন নাগরিক শিশু-কৈশোর বয়স থেকেই ন্যায় শিখুক, ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য বুঝতে শিখুক, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখুক, পিতৃপুরুষের অপমান বঞ্চনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শিখুক। তার মধ্যে জীবনের মুল্যবোধ জাগ্রত হউক। আবার ক্ষমা করতেও শিখুক। ক্ষমা করা মানেই সে কিন্তু বোকা নয়, এ শিক্ষা তো আমাদের যুগপুরুষ রামকৃষ্ণ এবং অজস্র মনীষীগণ দিয়ে গেছেন। রামকৃষ্ণ ঠাকুরকেও কিন্তু বোকা আখ্যা দেওয়া যায় না। তিনি যে পাঠ আমাদের দিয়ে গেছেন, তার মধ্যে নিহিত ছিল তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, তাঁর সরলতার পরিচয়, তাঁর সততার পরিচয়। তিনি সোজা-সরল ভাষায় সবার মধ্যে তাঁর মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতেন। আমাদের অভিধানে বোকা মানে ‘ভালো’ এটা কিন্তু বলা যাবে না। অসফলতাকে ঢাকতেই আমরা প্রায়শই বলে উঠি, ‘সৎ বলেই তো পারলাম না ওই অন্যায় কাজটা করতে’ কিংবা পরিবার-পরিজন বলে ওঠে, ‘বোকা বলেই গুছিয়ে নিতে পারল না, সে সোজা-সরল, অত প্যাঁচ-কুটিলতা বোঝে না’। এর সঙ্গেই জুড়ে যায় ‘বোকামি’ শব্দটি। ‘বোকামি’ একটি বহুমুখী শব্দ। কখনও তা সততার নামান্তর, কখনও মূল্যবোধের, কখনও মেনে নেওয়ার, কখনও সরলতার, কখনও না-উন্নতির, কিছু না করতে পারার অপারগতা। অনেক সময়ই নেহাত কিছু করতে না পারার হতাশা থেকে আড়াল কিংবা সান্ত্বনা খুঁজে নেওয়ার বর্ম হচ্ছে ‘আমি বোকা’। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিও হতে পারেন সৎ, তাঁর মধ্যে থাকতে পারে সততা-ক্ষমা-উদারতা নামক গুণগুলি এবং সর্বোচ্চ গুণ তাঁর মূল্যবোধ। কিন্তু একজন প্রকৃত সৎ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনই আপোষ করেন না অন্যায়ের সাথে, অন্যকে ঠকিয়ে নিজের উন্নতি চান না, অসফলতাকে তাঁর দুর্ভাগ্য বলে পিছিয়ে আসেন না। কিন্তু যখন এই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই নীতিবোধের সাথে আপোষ করে, কিছু লোককে ঠকিয়ে, কিছু সহজ রাস্তা, বাই-লেনের মাধ্যমে, কম শ্রমে উন্নতির শিখরে পৌঁছে যায়, তাদেরকেই আমরা ‘চালাক’ এবং তঞ্চক নামে অভিহিত করি। আর এর সাথে যখন জুড়ে যায় ক্ষমতার আস্ফালন, সেটাই তখন দুর্নীতির আর ক্ষমতার অপব্যবহারের নামান্তর। আমরা যদি নতুন প্রজন্মকে ‘বোকা’ হয়ে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার করা মানুষের হাতের সবকিছু মেনে নেওয়ার ক্রীড়নক হয়ে থাকার শিক্ষা দিই, বোধহয় ‘ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে’ এই ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়। প্রাক-স্বাধীনতা, দেশভাগ, স্বাধীনতা-উত্তর; এই বিশাল সময়টিতে দেশের এক বিশাল সংখ্যক মানুষ তাদের নুন্যতম চাহিদা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান’এর জন্যও সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারেনি। তার পরিচয় এই আসন্ন লোকসভা ভোটের প্রাক্কালেও। এই কয়েক মিনিটের সাম্প্রতিক টর্নেডো যা উত্তরবঙ্গের কিছু অংশ ধূলিসাৎ করে গেল, সেখানেও মানুষকে ‘বোকা’ বানানোর প্রচেষ্টাই চলছে সব রাজনৈতিক দল দ্বারাই। কারণ শাসকদল বা বিরোধীদল, সে যে পক্ষেরই হোক, সাধারণ জনগণকে বোকা বানাতে ওস্তাদ। তাদেরকে ‘ধূর্ত শেয়াল’এর ন্যায় চালাক বলা হলে অত্যুক্তি হবে না। রাষ্ট্র বোকা ভাবে নাগরিকদের। রাজনৈতিক দলগুলি ভাবে ভোটারদের। রাষ্ট্র জানে কুকীর্তি তলিয়ে ভাববে না জনগণ। মৌলিক অধিকারের দাবি থেকে জনগণের নজর সহজেই ঘুরিয়ে দেওয়া যায় অপ্রয়োজনীয় কথায়। ‘এটা দিচ্ছি, ওটা দিচ্ছি, আরও দেব’ অর্থাৎ এই ‘পাইয়ে দেওয়ার এবং দেবার’ টোপে সহজেই ভুলিয়ে রাখা যায় এই বোকা জনগণকে। যেসব অধিকার নাগরিকত্বের স্বাভাবিক প্রাপ্তি, তাকেই ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে হাতে তুলে দেয় শাসক। ‘বোকা’ শাসিত বিশ্বাস করে, শাসক মহান, দান-খয়রাতি করছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ কি চিরকাল শোষিত হয়ে বোকাই থেকে যাবে! সেই শিক্ষাই কি আমরা পরের প্রজন্মকে দিয়ে যেতে চাই? যে মানুষের মধ্যে উদারতা, মানবিকতা আছে এবং সুস্থ চিন্তার ক্ষমতাশীল, সে অন্যের ক্ষতি করতে পারে না। সে বোকা নয়, সে চালাক, কিন্তু কাউকে ঠকায় না। খেয়াল করে দেখবেন, সরকারি অনুদানের লাইনে কিন্তু সবাই দাঁড়িয়ে, কেউ বোকা আবার কেউ চালাকও থাকতে পারে। তবে সামনের বাড়ির স্নাতকোত্তর তিরিশ বর্ষীয় সুহাস ‘সুইগি’র জামাটি পরে বাইক নিয়ে বেরোবার মুখে দেখা হলেই যখন বলে, জেঠামশাই এখনও লিস্টে নাম আসল না, সব হিসেব গুলিয়ে যায়। শুনেছিলাম সুহাসের থেকে কম নম্বর পাওয়া তার বন্ধুটির বাবা তাঁর গ্রামের পৈতৃক কিছুটা জমি বিক্রি করে সেই বন্ধুটির শিক্ষকের চাকরির ব্যবস্থা করেন। বন্ধুটিও সুহাসকে বলেছিল কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে পারলে, অন্তত পক্ষে কোনও একটি প্রত্যন্ত গ্রামে চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সুহাস রাজি হয় না। এখানে কিন্তু ‘বোকা’ এবং ‘চালাক’এর দ্বন্দ নয়, প্রশ্ন সৎ আর অসতের।

অনেক জ্ঞানী, বিদ্বৎজনও যে জীবনে বোকার মতো কাজ করেননি তা নয়। কিন্তু সে আপাত ‘বোকামি’ ক্রিয়া তাঁদের মূর্খতার পরিচয় দেয় না, পরিচয় দেয় সরলতার। তাঁরা প্রত্যেকেই বুদ্ধিমান, খ্যাতির শিখরে তাঁরা উপবিষ্ট, যা আহরণ করেছেন তাঁদের জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে। কাউকে ছলনা কিংবা ঠকিয়ে নয়। মানবজাতির দ্বারা পূজিত তাঁরা। পরিশেষে তারই কয়েকটির পরিবেশন করার ইচ্ছে, গুরুগম্ভীর আলোচনার আবহাওয়াটা একটু হালকা করার খাতিরে।

বিজ্ঞানী নিউটনের গবেষণাগারের দরজার ভাঙা অংশ দিয়ে একটি বিড়াল প্রায়ই যাতায়াত করত। এক সময় বিড়ালটি বাচ্চা দিল। ফুটফুটে বাচ্চা! নিউটন খুব খুশি হলেন। বাচ্চাটি যাতে অনায়াসে গবেষণাগারে ঢুকতে পারে এ জন্য তিনি একটি উপায় বের করলেন। মা বিড়াল দরজার ভাঙা যে অংশ দিয়ে ঘরে ঢুকত তার পাশে ছোট্ট আরেকটি দরজা করে দিলেন। বড় দরজা দিয়ে মা বিড়ালের সঙ্গে ছানাটিও যে ঢুকতে পারবে নিউটনের মাথাতেই আসেনি। ভাবা যায়! অথচ ওই মাথা খাটিয়েই তিনি কত কিছু আবিষ্কার করেছেন। এবার মায়ের কাছ থেকে জুটল তিরস্কার।

অনেক বুদ্ধিমানও বিপদে টলে ওঠেন। জ্বলে ওঠার বদলে বোকামির কারণে সমস্ত অর্জন জলে দেন। জলাঞ্জলিই বলা যায়। প্রেমে পড়লেও তাই। প্রেমে পড়াটা হয়, অনেক সময় ওঠা আর হয়ে ওঠে না। আর কে না জানে, ভালবাসার মানুষের সামনে গেলেই বুদ্ধি গুলিয়ে যায় সবচেয়ে বেশি। শিবনাথ শাস্ত্রী। বিরাট পণ্ডিত, সমাজ সংস্কারক। ভয়-ডর কোনোকালেই পেতেন না। অথচ বিয়ের আসরে কি জব্দটাই না হলেন! তিনি লিখেছেন, ‘আমার স্পষ্ট মনে আছে- কানে মাকড়ি, গলায় হার, হাতে বাজু ও বালা পড়ে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম। কনের বাড়ি গিয়ে লজ্জা ভুলে আমাকে নিয়ে সবার রসিকতার জবাব দিতে লাগলাম। তারা আমাকে জব্দ করবে কি উল্টে আমিই তাদের ঠকিয়ে দিলাম! কিন্তু সমস্যায় পড়লাম বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাওয়ার পর। এবার সমবয়স্কা বালিকাদের গুঁতো, কানমলা আরম্ভ হল। তখন লজ্জায় আমার মুখ দিয়ে আর কথা বের হয় না। একসঙ্গে এত মেয়ে দেখে সেদিন একেবারে বোকা বনে গিয়েছিলাম।’

দেখা যাচ্ছে কবিগুরুরও বিয়ের রাতে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। ১২৯০ সনের ২৪শে অগ্রহায়ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিয়ের আসরে বসেই দুষ্টুমি করতে লাগলেন। ভাঁড় খেলার সময় ভাঁড়গুলো উপুড় করে দিতে লাগলেন। তাই দেখে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী বলে উঠলেন, ‘ও কি করিস রবি? ভাঁড়গুলো সব উলটেপালটে দিচ্ছিস কেন?’ রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘জানো না কাকিমা, সব যে ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে।’ বিয়ের আসরে বর-কনেকে বোকা বানানোর এই প্রয়াস আনন্দের অংশ। কিন্তু জীবন চলার পথে ঠকে যেতে কেউ রাজি নয়। তাই এত সতর্কতা।

আইনস্টাইনের এক সহকর্মী একদিন তাঁর টেলিফোন নাম্বার চাইলেন। আইনস্টাইন তখন টেলিফোন গাইডে নিজের ফোন নাম্বার খুঁজতে শুরু করলেন। এদিকে সময় নষ্ট হচ্ছে দেখে সহকর্মী বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘তুমি টেলিফোন নাম্বারটাও মনে রাখতে পার না?’ আইনস্টাইন বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে বললেন, ‘বোকার মতো কথা বোলো না?’ ; ‘মানে?’ ; ‘যে জিনিস বইয়ে লেখা আছে, সেটা আমি মুখস্থ করতে যাব কেন?’

এটা কিন্তু একজন প্রকৃত বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ব্যক্তির পরিচয়।

মনে আছে নিশ্চয়ই উপেন্দ্রকিশোরের ‘বোকা জোলা আর শিয়ালের কথা’ গল্পটি। বোকা জোলা তার বোকামির জন্য মাকে হারিয়েছিল। আবার শিয়ালের বুদ্ধিতেই রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে পারে এবং পরে বিদ্বান হয়ে সুখে ঘর-সংসার করে। তাই সব চালাক শিয়ালই কিন্তু দুষ্টু হয় না এবং উপেন্দ্রকিশোর মহাশয় শিক্ষা দিয়ে গেলেন, বোকা থাকাটা বাঞ্ছনীয় নয়।

দুর্নীতিতে জীবন কাটছে

তন্ময় কবিরাজ

দুর্নীতি। এখন একটা সস্তা শব্দ। দুর্নীতি দেখে মানুষ আর আতঙ্কিত হয়না। বরং অবাক হয়ে দেখে,কে কত বড়ো রকমের দুর্নীতি করছে। চারদিকে দুর্নীতির প্রতিযোগিতা চলছে।মানুষ তাই এক প্রকার দুর্নীতির প্রতিবেশী হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। দুর্নীতির মধ্যেই মানুষ স্বপ্ন দেখে পরিবর্তনের। পরিবর্তন আসেও,তবে সেটা রাজনীতির পালাবদলের। শাসকের পর শাসক বদল হয়,নেতা মন্ত্রী ভোটের সময় কতো বুলি আওড়ান কিন্তু দুর্নীতি কমে না, বরং বাড়ে। যতো নেতা মন্ত্রীরা সৎ হবার প্রতিশ্রুতি দেন, ততোই যেন দুর্নীতি বেড়েই চলছে। এ যেন ব্যাস্তনুপাতিক সম্পর্ক। যিনি দুর্নীতিমুক্ত হবার ডাক দিচ্ছেন তিনি নিজেই দুর্নীতির সঙ্গে অভিযুক্ত। এসবই এখন ট্রেন্ড, ভিউয়ারস বেশি। ক্ষমতা, নীতিহীনতা, দুর্নীতি এসব নিয়েই প্রশাসন চলছে,উন্নয়নের ফানুস উড়ছে চারদিকে।সাধারণ মানুষ খালি চোখে সে উন্নয়ন নাও দেখতে পারে, শাসক বলতেই পারে আমি অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাই না,আমি অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে এগিয়ে রেখে বিশ্বে দাপিয়ে বেড়াবো। শাসক যতই খারাপ কাজ করুক সে কিন্তু প্রচার এমন করবে তাতে যত খারাপই হোক নিজেকে সৎ প্রমাণ করেই ছাড়বে। আর সেই প্রচারের বুঁদ হয়ে মানুষও বোকা হয়ে যাবে। মানুষ যতই শিক্ষিত হোক, রাজনীতির কাছে সে নেহাতই শিশু। এখন মিথ্যা কথা বলা, মুখ খারাপ করা, ব্যক্তিগত আক্রমণ করাটাই ফ্যাশন, তা তিনি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হোন বা প্রবীন অধ্যাপক। পাবলিকের সামনে গা গরম করা দু চারটে খারাপ কথা না বললে পাবলিক জানবে কেমন করে তাদের নেতা কেমন ভদ্রলোক!রাজনীতিতে এসব চলতেই থাকে।নেতা তো সোনার আংটি, বেঁকা হলেও ক্ষতি নেই।তাই বিবাহ বিচ্ছেদের পরে একসময়ের স্বামী স্ত্রী একে অপরকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করছে। এসব হবে জেনেও দল তাদেরকেই প্রার্থী করে আর কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি দেখে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যখন ইডি, সিবিআইকে বলছে অপরাধ প্রমানিত না হওয়া অব্দি ব্যক্তি সম্মান রক্ষা করতে হবে তখন বর্তমান রাজনীতিতে ব্যক্তি আক্রমণই প্রধান লক্ষ্য। বাংলার সংস্কৃতিতে নতুন সংযোজন। আসলে রাজনীতিতে নৈতিকতার কথা মুখে বলতে হয় কিন্তু সেই নৈতিকতা নিজে মেনে চলতে নেই। অন্য কেউ চুরি করলে চোর কিন্তু নিজে করলে সাধু, কিংবা চক্রান্ত। পারলে ডিগবাজি খেয়ে অন্য দলে ভিড়ে যাও। দেখবে তখন সাত খুন মাফ। সাধারণ মানুষের কাছে নেতাদের ভদ্রতা, সহনশিলতা শেখা উচিত। নেতারা এতো নোংরামো করে বেড়ায় তারপরও সমাজ যে এখনো সুস্থ আছে সেটা সাধারণ মানুষের কৃতিত্ব। সাধারণ মানুষের হাতে ফালতু জিনিস নিয়ে ভাবার সময় নেই, তাদের কিভাবে সংসার চলবে তারা সেই নিয়েই চিন্তিত। এসব নেতাদের নিয়ে যদি জীবনী লিখতে হয় তাহলে ছাত্ররা যে কি লিখবে সেটাই দেখার। নেতারা মাঝে মধ্যে কুকথার জন্য ক্ষমাও চান, তবে সেই ভুল আবার করেন। তাই ক্ষমার দাম থাকে না। ২০২৩ সালের তথ্য বলছে, ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ দুর্নীতির তালিকায় ৯৩ তম স্থানে। অধ্যাপক মরিস দুর্নীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, দুর্নীতি ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অবৈধ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যবহার।তবে আজকের দিনে দুর্নীতি আর ব্যক্তিগত জায়গায় নেই। দুর্নীতি এখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে।সমাজের উঁচু তোলা থেকে নিচু তোলা সবাই দুর্নীতির মধ্যে ডুবে গেছে। দুর্নীতির সুবিধা পাওয়াটা একটা সামাজিক অধিকারে পরিনত হয়েছে। আসলে জবাবদিহি করার ভয় নেই,তাই যা খুশি তাই কর। সংগঠনের জোর থাকলে ভোট প্রহসন হয়ে যাবে। এক সবজি বিক্রেতা সেদিন বলছে, ‘আমরা তো খেটে খেতে পারি, নেতারা তো আর খেটে খেতে পারবে না তাই মিথ্যা বলেই দিন কাটায়।’ আগে মিডিয়ার সামনে নেতারা আসতো প্রশ্ন উত্তর পর্ব চলত।এখন সে মিডিয়াও পক্ষপাতদুষ্ট। শাসকের মিডিয়া তো আর সাধারণের কথা বলবে না।বরং মেয়েটা মারা গেলো সেটা তাদের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন মেয়েটি বিরোধী দলের।

দুর্নীতির কবলে পরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম শেষ হয়ে গেলো,সমাজে অবিশ্বাসের জন্ম হলো,কেউ সে কথা মনে রাখলো না,সবাই আইপিএলের মজাতে ডুবে আছে।কতো প্রতিভাকে হারালাম,কেউ হয়তো সমাজের মূল স্রোতে আসতেই পারলো না। কারন সবার রাজনীতির সাপোর্ট থাকে না, দূর্নীতিতে টাকা ঢালার ক্ষমতা নেই। মানুষ বুঝে গেছে, সাফল্যের সিঁড়ি অতিক্রম করতে হলে দুর্নীতির সঙ্গে দোস্তি করতে হয়। পরিস্থিতি এমন কেউ যদি সৎভাবেও কিছু অর্জন করে, মানুষ তাতেও দুর্নীতির গন্ধ পায়। এই রাজনীতি মানুষের মনকে এতোটাই বিষিয়ে দিয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য,চাকরি,মেধা, পরিষেবা— সর্বত্র দুর্নীতি। মধ্যমেধার বিকাশ চলছে,কারন তারা শাসকের অনুগত হতে পারবে।দুর্নীতির সঙ্গে প্রতিভার অসম লড়াইয়ে হেরে যাচ্ছে প্রতিভা।সমাজে হতাশা নেমে আসছে। সমাজ থেকে জীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। বাসযোগ্য সমাজকেই সে বসবাসের অযোগ্য বলে মনে করছে,সমাজকে সে সন্দেহ করছে।তাই তার মনেও তৈরি হচ্ছে ছিনিয়ে নেবার মানসিকতা।সমাজে সৎ লোকের যে অভাব তা নয়,সমাজে সৎ লোকেদের প্রথম সারিতে আনা হয়না। তারাই সমাজের প্রথম সারিতে থাকবে যারা শাসকের ইয়েস ম্যান। তারা সাধারণ মানুষের ব্রেইন ওয়াশের কাজ করবে।মানুষকে বিভ্রান্ত করবে। এইসব দুর্নীতি থেকে এখনই পালাবার কোনো রাস্তা নেই।এটা ক্যান্সার। অনেকে বলেন,মানুষের চেতনার বিকাশ হলে সব দুর্নীতির অবসান ঘটবে।কিন্তু তা ভুল। এসব চেতনা -টেতনা কিছু আঁতেল আছে, যাদের নিজেদের চেতনার বিকাশ হয়নি, বা শাসকের কাছে নিজেকে বিক্রী করেছে কারন চেতনার বিকাশ মুখে বললেই হয়না, এটা মাধ্যমিক পরীক্ষার রচনার শেষ লাইন নয়, এটা একটা দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি। তাই শাসকের শোষণ যত বাড়বে জীবন ততো দুর্বিষহ হয়ে যাবে। এখনও যে মানুষ সহ্য করছে কাল সে সহ্য করবে না, তখনই সে শাসকের এই সিস্টেম বয়কট করবে, যেমন করোনার সময় সব নিয়ম তুচ্ছ করে জীবনের জন্য মানুষ রাস্তায় নেমেছিল। তথাকথিত চিন্তাবিদরা ইতিহাস পড়লেও ইতিহাসকে বোঝেন না।মানুষ কিন্তু সব দেখছে,মানুষ জানে তার পাশে কেউ নেই।দিন কিন্তু ঘুরবেই। নবারুণ ভট্টাচার্য্য কথাগুলো খুব মনে পড়ে, যারা লাথি মারে ইতিহাস তাদের মুছে ফেলে, যারা লাথি খায় তারা হাত মুঠো করে উঠে দাঁড়ায়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগে ধৃত পাঁচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বারাবনি থানার চিনচুরিয়া গ্রামে নবম শ্রেণির ছাত্রী ১৫ বছরের এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল। ধর্ষিতার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে বারাবনি থানার পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি ও পকসো আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতরা প্রত্যেকেই বীরভূম জেলার বাসিন্দা। নির্যাতিতা নাবালিকাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নির্যাতিতা নাবালিকার বাবার অভিযোগ, রাতে শৌচকর্ম করতে বাড়ি থেকে বেরয় তার মেয়ে। সেখান থেকে সাতজন দুষ্কৃতী তুলে নিয়ে যায় তার মেয়েকে। দীর্ঘক্ষণ বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা তাকে খুঁজতে বেরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে বিধ্বস্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ওই নাবালিকাকে। নাবালিকার কাছে ঘটনার বিবরণ জানার পর পরিবারের লোকজন ও পাড়া-প্রতিবেশীরা ওই গ্রামে কালীপুজো উপলক্ষে বসা মেলা প্রাঙ্গণ থেকে পাঁচজনকে ঘিরে ধরতে সক্ষম হলেও আরও দু'জন এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। বারাবনি থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে ওই পাঁচজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

উল্লেখ্য, বারাবনি বিধানসভার নুনী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চিনচুরিয়া গ্রামে রক্ষাকালী পুজো উপলক্ষে সাতদিনব্যাপী মেলা বসেছিল। বৃহস্পতিবারের ছিল মেলার শেষ দিন। ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া প্রত্যেকে ওই মেলায় পসরা নিয়ে এসেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি হিরাপুর ঈপ্সিতা দত্ত জানান, অভিযোগ পাওয়ার পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। ওই নির্যাতিতার সঙ্গে ঠিক কী হয়েছে, তা মেডিক্যাল রিপোর্ট পাওয়ার পর জানা যাবে।

সাংবাদিক বৈঠকে অসুস্থ হলেন তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির সাংবাদিক বৈঠক চলাকালীন হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে অসুস্থ হলেন তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। এই পরিস্থিতিতে মাঝপথেই সাংবাদিক বৈঠক শেষ করেই ছুটে গিয়ে দলীয় বিধায়কের তড়িঘড়ি চিকিৎসা নির্দেশ দেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। শুক্রবার বিকেলে নির্বাচনী পর্যালোচনা মূলক বৈঠক শেষ করেই সাংবাদিকদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা শুরু করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। শুক্রবার দুপুরে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বেসরকারি হোটেলে। দলীয় বৈঠকের পর বিকাল সাড়ে চারটা তৃণমূল সাংসদের সাংবাদিক বৈঠক চলাকালীন হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। সেখানেই তাকে তড়িঘড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এমনকী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি দলীয় বিধায়কের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র নিজের সুস্থ বোধ করতেই পরে কনভয় নিয়ে বেরিয়ে পড়েন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি।

হেমন্ত সোরেন, কেজরিওয়াল যদি ছোট চোর হয়, তবে বড় ডাকাত মমতা : শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: হেমন্ত সোরেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল যদি ছোট চোর হয় তাহলে মমতা বড় ডাকাত। আগে মমতা তার ভাইপো এবং তার পরিবারকে গ্রেপ্তার করা উচিত। এদিন নদিয়ার কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চাপড়ায় দলীয় প্রার্থী অমৃতা রায়ের সমর্থনে প্রচারে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের সমর্থনে ভোট প্রচারে আসেন তিনি। প্রথমে এটি জনসভা করেন। জনসভা শেষ করে চাপড়া রাজ্য সড়কে প্রায় দুই কিলোমিটার বিজেপি সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করেন। রাস্তার দুই পাশে থাকা সাধারণ ভোটার এবং যাত্রীদের সঙ্গে বাক্য আলাপ করেন তিনি। মিছিল শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, যে রাজ পরিবারের জন্য নদিয়া ভারত বর্ষেরমধ্যে পরিচিত আজ সেই পরিবারের রাজবধূ আমাদের প্রার্থী। তিনি সকলকে আহ্বান জানান যাতে তাদের প্রার্থীকে জয়ী করে দিল্লি পাঠানো যায়। অন্যদিকে নিশীথ প্রামানিকের গ্রেপ্তারের জন্য মিছিল করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আমি বলব আগে মমতা তার ভাইপো এবং তার পরিবারকে গ্রেপ্তার করা উচিত। ভারতবর্ষে প্রকৃতি মায়ের দেওয়া কয়লা থেকে শুরু করে বালি খাদান সহ চাকরিতে একাধিক দুর্নীতি করেছে এই পরিবার। সারদা কোম্পানিতে সব থেকে বেনিফিসারি বেশি রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই রাজ্যের ৩ কোটি মানুষ বিভিন্ন চিটফান্ড থেকে প্রতারণার শিকার হয়েছে। হেমন্ত সোরেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল যদি চোর হয় তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বড় ডাকাত। অন্যদিকে তিনি বলেন তৃণমূলের একাধিক মন্ত্রী বিভিন্ন দুর্নীতিতে জেলে রয়েছে, সেই প্রশ্নের উত্তর আগে তৃণমূলকে দিতে বলুন।

নির্বাচনের আগেই বর্ধমানে বাজেয়াপ্ত আড়াই কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: লোকসভা নির্বাচনের আগেই জেলায় বাজেয়াপ্ত করা হল প্রায় আড়াই কোটি টাকা। এমনটাই শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে জানান পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক কে রাধিকা আইয়ার।

তিনি জানান, নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমান জেলায় ২ কোটি ৩২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করল রাজ্য এক্সাইজ, জিএসটি ও কমার্শিয়াল ট্যাক্স বিভাগ এবং রাজ্য পুলিশ। তিনি জানিয়েছেন, গত মার্চ মাসের ১ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত জেলা বন দপ্তর প্রায় ৩ লাখ টাকা, রাজ্য আবগারি দপ্তর ২ কোটি ৬৮ লক্ষ ১২ হাজার টাকা, রাজ্য জিএসটি ও কর্মাশিয়াল ট্যাক্স বিভাগ ২ কোটি ১০ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা এবং রাজ্য পুলিশ ৩৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেছিল।

এদিন জেলাশাসক জানিয়েছেন, পূর্ব বর্ধমান জেলায় আগামী ১৩ মে ভোটের জন্য আগামী ১৮ এপ্রিল নোটিফিকেশন জারি হবে। ওই দিন থেকেই মনোনয়নপত্র দাখিল শুরু হবে। চলবে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত। মনোনয়ন স্ক্রুটিনি করা হবে ২৬ এপ্রিল। ২৯ এপ্রিল মনোনয়ন প্রত্যাহার। এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত ১৩৫টি অভিযোগ টেলিফোনের মাধ্যমে আসে। যার সবগুলিই নিস্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়াও ১৮৪টি অভিযোগ সিভিজিল অ্যাপে নথিভুক্ত হয়েছে যার মধ্যে ১৪৮টির নিস্পত্তি করা হয়েছে। বাকি ৩৬টি অভিযোগ ভুয়ো প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়াও অবৈধ ভাবে দেওয়াল লিখন, পোস্টার, ব্যানার প্রভৃতি টাঙানোর জন্য ১ লক্ষ ১০ হাজার ২৬৩টি অভিযোগের নিস্পত্তি করা হয়েছে।

জেলাশাসক জানিয়েছেন, গোটা পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক বা আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে ৪৭৪০টি এবং এই জেলার মধ্যে কিন্তু আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে রয়েছে

২২৮টি আগ্নেয়াস্ত্র। গত ১ ডিসেম্বর থেকে এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে অথবা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২০৬৮টি আগ্নেয়াস্ত্র। এদিন জেলাশাসক কে রাধিকা আইয়ার জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত গোটা জেলায় ৪৫০৬টি বুথের মধ্যে ৪৪৪টি বুথকে ঝুঁকিপুর্ণ বুথ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও ৫১২টি বুথকে সংকটপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, গোটা জেলায় এখনও পর্যন্ত ৯৫২জন ভোটারকে এইরকম ঝুঁকিপূর্ণ ভোটার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও ১৬৩৯জন ভোটারকে ঝামেলাবাজ বা ট্রাবল মঙ্গার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন কেসে ২৩ জনকে জেল হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। ৫১৫টি কেস রুজু করা হয়েছে। ২টি মামলায় এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। এখনও পর্যন্ত ১০৭, ১০৮,১০৯, ১১০, আর/ডব্লিউ ১১৬(৩) অফ সিআরপিসি, ১৯৭৩ অনুসারে ২১৬০ জনের বিরুদ্ধে মোট ১০১৮টি কেস নথিভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও এই জেলায় পুলিশ সুপারের অধীনে ৮৪২টি জামিনঅযোগ্য মামলা করা হয়েছে। ভোট ঘোষণার পর এখনও পর্যন্ত এসপি ও এডিপিসি এলাকা থেকে মোট ৬৩টি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়াও মোট ১১০টি কার্তুজ ও ১১৯টি বোমা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এদিনই সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জেলাশাসক সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা ইভিএম, ভিভিপ্যাটগুলিকে বিশেষ সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিতরণ করেন বিভিন্ন কেন্দ্রে।

কৃষ্ণনগরে মহুয়া ও রাজ মাতার বিরুদ্ধে প্রার্থী দিল এসইউসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বাম কংগ্রেস জোট হলেও বাম কংগ্রেস জোটকে এক পাশে রেখে গোটা দেশ ও রাজ্যের সঙ্গে নদিয়া জেলার দুটি আসনেই প্রার্থী দিল এসইউসিআই। নদিয়ার কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে এসইউসিআই এর মনোনীত মহিলা প্রার্থী ইসমত আরা খাতুন অন্যদিকে রানাঘাট তপসিলি লোকসভা কেন্দ্রে এসইউসিআই এর মনোনীত প্রার্থী পরেশ হালদার। শুক্রবার নদিয়ার কৃষ্ণনগরে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করলেন নদিয়া জেলা এসইউসিআই নেতৃত্ব। বোঝাই যাচ্ছে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে মহুয়া এবং রাজ মাতা অমৃতা রায়ের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু প্রার্থী দিয়ে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংকে থাবা বসাবে এসইউসিআই। এদিন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণার পরেই দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রচার শুরু করে দিলেন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের এসইউসিআই প্রার্থী। লোকসভা নির্বাচনে দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেস এবং ভাঁওতাবাজ বিজেপিকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে একথায় জানান এসইউসিআই এর জেলা নেতৃত্ব।

এলাকায় অসুস্থ হাতি, হুঁশ নেই বনদপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকে বেশ কয়েক দিন ধরে একটি অসুস্থ দলছুট হাতি ঘুরে বেরালেও বনদপ্তর কোনওরকম ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অসুস্থ ওই পূর্ণবয়স্ক হাতিটি বৃহস্পতিবার রাতে দুর্গাহুড়ি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সাঁকরাইল থানার সামনে দিয়ে সাঁকরাইল বিট অফিসে প্রবেশ করে। সেখান থেকে পিচ রাস্তা ধরে সাঁকরাইলের কুলটিকরি

বাজারে পৌঁছয়। শুক্রবার ভোর রাতে পুরো রাস্তা নিজের দখলে নেয়। হাতিটি ভোর রাতে কুলটিকরিতে একটি ছোট গাড়ি ও একটি মোটরবাইক ফেলে পা দিয়ে পিষে দেয়। শুক্রবার সকাল থেকে কুলটিকরির একটি বাঁশ বাগানে হাতিটি অবস্থান করেছে। অসুস্থ হাতিটি দেখতে ভিড় করছেন এলাকার মানুষ। সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মথুর মাহাত হাতিটিকে সুস্থ করতে বনদপ্তর ও প্রশাসনকে ফোনে আবেদন জানান। তিনি বলেন, হাতিটি অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে। খাবার পাচ্ছে না, জল পাচ্ছে না। প্রশাসনের কাছে খবর থাকলেও চিকিৎসার কোনওরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে না।

নির্বাচনী ফল খারাপ হলে জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার ইঙ্গিত অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা নির্বাচনে ফল খারাপ হলে তার মাশুল দিতে হবে সংশ্লিষ্ট এলাকার নেতা-নেত্রীদের। পুরসভার নির্বাচনে ফল ভালো হচ্ছে। অথচ লোকসভা বিধানসভা আসলেই খারাপ হচ্ছে নির্বাচনের ফলাফল। এই পরিস্থিতিতে সার্বিক নজর দিয়েই তৃণমূলের রেজাল্ট ভালো করতে হবে। মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের কোথাও যাতে আমাদের দলের প্রার্থীরা পিছিয়ে না থাকে। শুক্রবার মালদায় নির্বাচনী গোপন বৈঠক করতে এসেই এভাবেই দলের জেলা নেতৃত্বকে সোজাসাপ্টা ভাষায় সতর্ক করে গিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। শুক্রবার দুপুর ২টা নাগাদ পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার একটি বেসরকারি হোটেলে দলের ১২১ জন কর্মকর্তাদের নিয়ে গোপন নির্বাচনী কর্মী বৈঠক করেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। এরপর রীতিমতো দলের জেলার প্রথম সারি নেতা-নেত্রীদের একে একে ডেকে নির্বাচনী রণকৌশল প্রসঙ্গে ফাঁকা ঘরে ইন্টারভিউয়ের মতো মতামত বিনিময় করেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। এদিনের এই নির্বাচনী কর্মী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী সহ একাধিক দলীয় নেতৃত্বরা। এমনকী অঞ্চল কমিটি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের একাংশকেও এদিনের মিটিংয়ে ডাকা হয়েছিল। পাশাপাশি মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন কমিটির ৪২ জন কর্মকর্তারাও এই কর্মী বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন।

এদিন বৈঠকের শুরুতেই প্রথমে দেড় ঘণ্টা মতো সমস্ত দলের কর্মকর্তাদের নিয়ে ওই নির্বাচনী বৈঠক করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। এরপরই দুটি লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান পরিস্থিতি কি? কেন গত লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত হতে হয়েছিল তৃণমূল প্রার্থীদের। এইসব নানান প্রসঙ্গ নিয়েই একে একে তৃণমূলের জেলার পদস্থ নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে একান্তই মতামত বিনিময় করেন অভিষেক ব্যানার্জি।

দলের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, নির্বাচনী কর্মী বৈঠক চলাকালীন রীতিমতো তৃণমূলের যুবরাজ অভিষেক ব্যানার্জি কড়া ভাষায় বলেছেন যেসব এলাকা থেকে লোকসভা নির্বাচনের ফল খারাপ হবে, সেখানকার জন প্রতিনিধি থেকে স্থানীয় দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে দল। প্রয়োজনে তাদের সেইসব পদ থেকে সরানোর একপ্রকার ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। দলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের এমন নির্দেশ পাওয়ার পর রীতিমতো কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে গিয়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের অন্দরে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, এদিন নির্বাচনী কর্মী বৈঠক খুব সুন্দর আলোচনা হয়েছে। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি আমাদের নির্বাচনী রণকৌশল ঠিক করতে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। সেই হিসাবেই দুটি লোকসভা নির্বাচনে আমরা কাজ করব আমাদের আশা দুটি কেন্দ্রেই এবারে বিপুল ভোটে জয়ী হবে তৃণমূলের দুই প্রার্থী।

অগ্নিকাণ্ডে ভষ্মীভূত খড়ের ছাউনি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ইলেকট্রিকের তার থেকে শর্টসার্কিট হয়ে খড়ের ছাউনির বাড়িতে ভয়াবহ আগুন লেগে ভষ্মীভূত হল একটি বাড়ি। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর না থাকলেও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পরিবারটি। তবে ঘটনার মুহূর্তে ওই বাড়ির মধ্যে দু'টি শিশু ঘুমিয়ে ছিল। পরিবারের আত্মীয়রা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা বাড়ির ভিতর থেকে শিশু দু'টিকে উদ্ধার করতে পারলেও ওই বাড়ির মধ্য থেকে খাদ্য, বস্ত্র, কাগজপত্র সহ কোনও কিছুই বের করতে না পারায় সব আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। ঘটনাটি শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের মঙ্গলদা মৌতড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধানাড়া গ্রামের বাসুদেব বাউরি নামের এক বাসিন্দার বাড়িতে ঘটে। এদিকে ঘটনার পরে গ্রামবাসীরাই প্রথমে আগুন

নেভানোর কাজ শুরু করায় আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। পরে রঘুনাথপুর দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছন রঘুনাথপুর থানার পুলিশ ও চেলিয়ামা ইলেকট্রিক অফিসের কর্মীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছন এলাকার তথা রঘুনাথপুর ২ ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তথা পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সদস্য অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এদিকে ঘটনার পর শুক্রবার বিকেলে রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও শুভদীপ বৈদ্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের এসে সরকারের দেওয়া ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ, চাল, বস্ত্র, আসবাবপত্র সহ বিভিন্ন সামগ্রিক পৌঁছে দেন তাঁদের হাতে।

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
তরুণ ফেবরিকস লিমিটেড (CIN : U18101WB1983PLC081801) রেজিস্টার্ড অফিস : ১৯, আর এন মুখার্জি রোড, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১ সম্পর্কিত
...দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ৩০ মার্চ ২০২৪ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তন/অবস্থানের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের একুশ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
১৯, আর এন মুখার্জি রোড, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১ সম্পর্কিত
দরখাস্তকারীর পক্ষে
তরুণ ফেবরিকস লিমিটেড
স্বা/-
তরুণ শাহ
ডিরেক্টর
তারিখ : ০৬.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা
ডিন-০৮৫৯৫৩১০

Chandrakanta Lalitmohan Resham Khadi Samity

Ref.No: CS/NIT-No. 1/2024-25/4 **Date: 05-04-2024**

Notice Inviting Sealed Tender: Date:06-04-2024

As per the decisions taken by the Renovation sub-committee of the institution on 2nd April, 2024, the Chandrakanta Lalitmohan Resham Khadi Samity invites sealed tender(including GST) from the eligible government registered contractors or interior decorators from whom who have sufficient government valid documents such as trade license, GST registration certificate, bank account, IT clearance and sufficient credentials to undertake the job of renovation and modernization at a sales centre of the Samity at Chandrakanta Resham Khadi Vastragar, 9/10, Manindra Road, P.O.Khagra, Dist-Murshidabad, Pin-742103 (W.B.)
The tender paper, cost rupees Two thousand may be collected from the office at 1, A.C.Road, By lane-3, P.O. Khagra, behind J.N. Academy **from 08th to 09th April,2024 during the office time from 11 AM to 4 PM.**
The interested contractors or interior decorators may be requested to purchase tender paper for dropping and participating in the tender bid along with 3D drawing, layout sketch and requisite papers and documents as asked.
The willing parties may visit the existing sales outlet at the said address before submitting their tender quotation.
For more details may contract with office of the Samity.
Tender will be opened on **29th April, 2024 at 3.00 PM** in the central office of the Samity at the aforesaid address in presence of the bidders. **Upto 29th April, 2024** tenders may be dropped in the sealed dropped box **upto 1.30 PM.**
The Samity deserves the full and unconditional right to reject or accept any tender or numbers of tenders.

Sd/-
Secretary
Chandrakanta Lalitmohan Resham Khadi Samity

ফর্ম জি
আগ্রশ প্রকাশ আহ্বান
বরুথা ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড
নিউ দিল্লিতে জমি উন্নয়ন ব্যবসায় নিযুক্ত অফিস কলকাতা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	বরুথা ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড CIN : U70200WB2018PTC228606
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	**রেজিস্টার্ড অফিস :** ইউনিট নং ৭০৯, ৮ম তল মার্লিন ইনফিনাইট, ডিএন-৫১, সেক্টর - ৫, সল্টলেক সিটি পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০০৯১ **বুক অফ অ্যাকাউন্টস :** ট্রিনিটি টাওয়ার, ৫ম তল, রুম নং ৬, ৮৩, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০০৪৬
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	জমি পরিমাপ ৯.২৬২৫ একর অবস্থিত গ্রাম - টিগরা, ঘাটা এবং নাঙ্গলি উমরপুর তহশিল এবং জেলা গুরগাঁও, হরিয়ানা
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	গত নিরীক্ষত আর্থিক বর্ষ ২০২২-২৩ অনুযায়ী পরিমাণ - নেই কার্যাদি থেকে রাজস্ব - আইএনআর ১,৫৯,৪০০ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	https://drive.google.com/drive/folders/1pPsaGz_cp3y31WUQSqKvk4L0ZM_9C4ek?usp=drive_link
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	https://drive.google.com/drive/folders/1pPsaGz_cp3y31WUQSqKvk4L0ZM_9C4ek?usp=drive_link
১০	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	**১৬ এপ্রিল ২০২৪**
১১	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	**২০ এপ্রিল ২০২৪**
১২	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	**২৫ এপ্রিল ২০২৪**
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	**২৯ এপ্রিল ২০২৪**
১৪	মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	**২৯ এপ্রিল ২০২৪**
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**২৯ মে ২০২৪**
১৬	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	**cirp.varutha@gmail.com**

অনিল কুমার মিত্তাল
বরুথা ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
রেজি নং : IBBI/IPA-002/IP-N00742/2018-2019/12263
আইবিবিআই রেজি ঠিকানা - ৫/৯৯, সেক্টর - ২, রাজেন্দর নগর সাহিবাবাদ, জেলা - গাজিয়াবাদ, উত্তরপ্রদেশ - ২০১০০৫
যোগাযোগের ঠিকানা - সেন্ট্রাল প্লাজা ৮ম তল, রুম নং ৭০৮ ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ **ইমেল :** cirp.varutha@gmail.com
তারিখ : ০৬.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা
এএফএ নম্বর : AA2/12263/02/130924/202855| **এএফএ বৈধ** ১৩.০৯.২০২৪ পর্যন্ত

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
এথিকস কমার্শিয়ালস লিমিটেড (CIN : U51502WB1985PLC039193) রেজিস্টার্ড অফিস : ১৯, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ সম্পর্কিত
...দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ৩০ মার্চ ২০২৪ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তন/অবস্থানের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের একুশ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
১৯, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
দরখাস্তকারীর পক্ষে
এথিকস কমার্শিয়ালস লিমিটেড
স্বা/-
বরুণ শাহ
ডিরেক্টর
তারিখ : ০৬.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা
ডিন-০৩৩৮৬৫৫৮

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
জেমিনি ওভারসিজ লিমিটেড (CIN : U51909WB1945PLC012223) রেজিস্টার্ড অফিস : ১৯, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ সম্পর্কিত
...দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ৩০ মার্চ ২০২৪ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তন/অবস্থানের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের একুশ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
১৯, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
দরখাস্তকারীর পক্ষে
জেমিনি ওভারসিজ লিমিটেড
স্বা/-
তরুণ শাহ
ডিরেক্টর
তারিখ : ০৬.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা
ডিন-০৮৫৯৫৩১০

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
লাকি গোল্ড স্টার কোম্পানি লিমিটেড (CIN : U27205WB1985PLC038901) রেজিস্টার্ড অফিস : ১৯, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ সম্পর্কিত
...দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ৩০ মার্চ ২০২৪ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তন/অবস্থানের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের একুশ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
১৯, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
দরখাস্তকারীর পক্ষে
লাকি গোল্ড স্টার কোম্পানি লিমিটেড
স্বা/-
বরুণ শাহ
ডিরেক্টর
তারিখ : ০৬.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা
ডিন-০৩৩৮৬৫৫৮

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
পি. কে. টেক্সটাইলস লিমিটেড (CIN : U67120WB1974PLC029267) রেজিস্টার্ড অফিস : ১৯, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ সম্পর্কিত
...দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ৩০ মার্চ ২০২৪ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তন/অবস্থানের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের একুশ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
১৯, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
দরখাস্তকারীর পক্ষে
পি. কে. টেক্সটাইলস লিমিটেড
স্বা/-
তরুণ শাহ
ডিরেক্টর
তারিখ : ০৬.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা
ডিন-০৮৫৯৫৩১০

তৃণমূলের জয়ের পথ প্রশস্ত করতে মালদায় রুদ্ধদ্বার বৈঠক অভিষেকের

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গত বিধানসভা নির্বাচনে মালদা ও মুর্শিদাবাদের জনগণ দুইহাত তুলে আশীর্বাদ করেছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই খুব ভালো ফল হয়েছিল তৃণমূলের। এবারও আমরা আশাবাদী বিরোধীদের পরাস্ত করে মালদায় ভালো ফল করবে তৃণমূল। শুক্রবার বিকালে দলের ১২১ জন কর্মকর্তাদের নিয়ে গোপন বৈঠক করে পরে একথা জানিয়েছেন অভিষেক ব্যানার্জি। এদিন পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বেসরকারি হোটেলে তৃণমূলের মালদা দুটি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন কমিটির ৪২ জন সদস্য, দলীয় বিধায়ক, অঞ্চল কমিটির সভাপতি থেকে শুরু করে মোট ১২১ জন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতেই গোপন বৈঠক করেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। এদিন দুপুর দুটো থেকে প্রায় বিকেল চারটা পর্যন্ত দুইঘণ্টা ধরে রুদ্ধদ্বার এই বৈঠক চলে। এই বৈঠকের মাধ্যমে নির্বাচনের রণকৌশল ঠিক করা হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী তথা মালদার মোথাবাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন ও তাজমুল হোসেন, তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, দলের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক সমর মুখার্জী, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, তৃণমূলের

জেলা সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দাস সহ বিশিষ্টজনেরা।

এদিন দলীয় বৈঠক শেষ হওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় অভিষেক ব্যানার্জি বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে মালদায় খুব ভালো ফল হয়েছে। মালদার দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্র সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে দুটি বিধানসভা কেন্দ্র মুর্শিদাবাদের মধ্যে পড়ে, সেটি হল সামশেরগঞ্জ এবং ফারাক্কা। সেখানেও গত বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফল হয়েছিল তৃণমূলের। এদিনের এই পর্যালোচনা বৈঠকে দলীয় নেতৃত্বের নানান কথা শোনা হয়েছে। আগামীতে নির্বাচনী রণকৌশল তৈরি করতে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, সে নিয়ে এদিন এই বৈঠকের মাধ্যমে মতামত বিনিময় করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, এবারও আমরা আশাবাদী মালদা এবং মুর্শিদাবাদে ভালো ফল করবে তৃণমূল। গত লোকসভা নির্বাচনে মালদার দুটি কেন্দ্রের মধ্যে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি জিতেছিল এবং দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল। কিন্তু এবার সর্বত্র মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের জোয়ার বইছে গোটা রাজ্য জুড়ে। ফলে এবারে আর বিরোধীদের কোনও জায়গা থাকবে না। নির্বাচনী রণকৌশল ঠিক করতে এদিন পর্যালোচনার মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দলের বুথস্তরের কর্মীরা প্রচার চালাবেন। যারা গত লোকসভা নির্বাচনে বিমুখ হয়েছিল, তাদের কাছে বুথ স্তরের কর্মীরা যাবেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়নের প্রচার তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি কেন গত লোকসভা নির্বাচনে এই ধরনের ফলাফল হয়েছিল, সেটিও প্রান্তিক স্তরে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে হবে।

এদিনের এই নির্বাচনী পর্যালোচনা সম্পূর্ণ হওয়ার পর সাংবাদিক বৈঠক করে হেলিকপ্টারে কলকাতার পথে রওনা দেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি।

গোঘাটে আবাস যোজনার দুর্নীতির প্রতিবাদে সরব বিজেপি

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: লোকসভা ভোটের দিন ঘোষণার পর থেকেই সারা রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে প্রচার শুরু করেছে। এবার ভোটে বিজেপির বড় হাতিয়ার তৃণমূলের দুর্নীতি। আরামবাগ মহকুমার গোঘাট এক নম্বর ব্লকের বালি অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় পাওয়া বাড়িতে বড় বড় লেখা রয়েছে বাংলা আবাস যোজনা। এই দুর্নীতি নিয়েই সরব হয়েছে বিজেপি। সরকারি পোস্টারের একেবারে কোণে ছোট করে লেখা রয়েছে পিএএমওয়াই-৬। যাতে করে সাধারণ মানুষ বুঝতে না পারে, কোন সরকার বা কোন প্রকল্পে উপভোক্তা বাড়ি পেলেন। এছাড়াও ওই বাড়ির দেওয়ালে যে পোস্টার দেওয়া হয়েছে তাতে অর্থ বর্ষ হিসাবে ২০১৭ -২০১৮, উপভোক্তার নাম হরিপদ মাইতি। বর্তমানে এই ব্যক্তি মারা গেছেন। গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েতর শ্যামবল্লভপুরের মাইতি পাড়ায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে প্রাপ্ত বাড়িতে মৃত হরিপদ মাইতির স্ত্রীর সহেগ যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তাকে তো জানানো হয়নি কোন প্রকল্পের টাকা। স্বামী যখন বেঁচে ছিলেন তখ ন স্থানীয় তৃণমূল নেতারা বাড়ি দিচ্ছি বলে গিয়েছিলেন। দেওয়ালে তাই বাংলা আবাস যোজনা লেখা রয়েছে। গ্রামের সাদা সিদে মানুষকে বোকা বানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পের বাড়িকে রাজ্য সরকারের প্রকল্প বাংলা আবাস যোজনা বলে চালানোর অভিযোগ। তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের আবাস দুর্নীতির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ। তাঁর দাবি, বারবারই কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা তুলে বাজার গরম করার চেষ্টা করে তৃণমূল। আবার কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম নিজেদের বলে চালানোর চেষ্টাও চলে পুরোদমে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নাম বাংলায় এসে হয়ে যায়, বাংলা আবাস যোজনা। এ নিয়ে বারবারই রাজ্যে বিজেপি সরব হয়েছিলেন। লোকসভার ভোট প্রচারেও তৃণমূল আবাস যোজনা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না ইস্যু করে প্রচার চালাচ্ছে। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা বলা হচ্ছে। অথচ এই আবাস যোজনা প্রকল্পে সাধারণ মানুষকে যে ভুল বোঝানো থেকে শুরু করে দুর্নীতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে বিজেপি নেতারা। পাশাপাশি এই ইস্যুও ভোট প্রচারে তুলে ধরছে বিজেপি। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা তথা পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, আমরা বারবার তৃণমূল সরকার আবাস যোজনায় দুর্নীতি করেছে বলে দাবি জানিয়ে আসছি। আমরা গোঘাটের শ্যামবল্লভপুরের ঘটনা নিয়ে অভিযোগ জানাব। অপরদিকে গোঘাটের বালি অঞ্চলের প্রধান রঘুনাথ সাঁতরা ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, এটা আমার আমলে হয়নি। যদি এই রকম বোর্ড লাগানো হয় তাহলে অফিসে কথা বলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সবমিলিয়ে বিজেপির এই অভিযোগের বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গেল গোঘাটের বালি অঞ্চলে বলা যেতে পারে।

তৃণমূল করার অপরাধে হামলার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: তৃণমূল করার অভিযোগে তৃণমূল সমর্থকের বাড়িতে হামলা। অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার বিজেপির। অভিযোগ তৃণমূল সমর্থক বাসুদেব জড় বাড়িতে না থাকার সুবাদে স্ত্রী অরপনা জড়ের ওপর হামলা করে পোশাক ছিঁড়ে দেয় বিজেপি। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার সোনাপুকুর শংকরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাখাল চণ্ডীগ্রামে। অভিযোগ তৃণমূল সমর্থকের স্ত্রীর ৪২ বছরের অরপনা জড়ের অভিযোগ তার স্বামী বাসুদেব জড় বাড়িতে না থাকার সুবাদে বিজেপি সমর্থক সুভাষ মণ্ডল, সুশান মণ্ডল এবং তুষার মণ্ডল তাকে উদ্দেশ্য

করে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। প্রতিবাদ করায় ওই তিন বিজেপি সমর্থক বছর ৪২ এর আরপনা জড়কে মারধর করে। তার বাড়ির ভেঙে দেয় ওই তিন বিজেপি সমর্থকরা। এমনকি তৃণমূল সমর্থক অরপনা জড়ের পরনের পোশাকও ছিঁড়ে দেয় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।

ঘটনার সময় ওই তৃণমূল সমর্থক মহিলা বাড়িতে সেলাই মেশিনে সেলাইয়ের কাজ করছিলেন। তাকে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। ইতিমধ্যে তিন বিজেপি সমর্থকের বিরুদ্ধে হাড়োয়া থানায় লিখি তভাবে অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিযোগকারী অরপনা জড়। তার অভিযোগের ভিত্তিতে হাড়োয়া থানার পুলিশ আধিকারিকেরা তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার পরপরই পলাতক তিন অভিযুক্ত।

বিজেপি নেতা পুলীন গাইন বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। এটা ওদের ব্যক্তিগত গন্ডগোল। শুধুশুধু ঘটনায় রাজনৈতিক রঙ দেওয়া হচ্ছে।

ফের ভয়াবহ দুর্ঘটনা জামালপুরে, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ফের দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু গৃহবধূর।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটে নাগাদ জামালপুর থেকে বালিবোঝাই করে একটি ডাম্পার দশঘড়ার দিকে যাচ্ছিল। চকদিঘি পঞ্চায়েতের প্রাণবল্লভপুর এলাকার আমতলার কাছে ডাম্পারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি একটি বাড়িতে গিয়ে ধাক্কা মারে। অভিযোগ, গাড়িটির চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। এমনকি ডাম্পারটি অতিরিক্ত বালিবোঝাই করে আসছিল। ধাক্কা মারার পরই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়িটির সামনের অংশ। ঘরের ভিতরে তখন ঘুমিয়ে ছিলেন পরিবারের গৃহবধূ সন্ধ্যা হাজরা। বাড়ির ভাঙা অংশ পড়ে যায় তাঁর ওপর। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। অল্পের জন্য রক্ষা পান পরিবারের অন্যান্যরা।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে জামালপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে। বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটে নাগাদ দুর্ঘটনার পর এদিন সকাল পর্যন্ত চলে উদ্ধার কাজ। পরে ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে মৃতদেহ বের করে ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়। মৃতের ছেলে বাসুদেব হাজরার দাবি, যখন ঘটনাটি ঘটে, সেই সময় ঘুমন্ত অবস্থায় থাকার জন্য কিছুই করার ছিল না মায়ের। বালির ডাম্পার এসে সোজা বাড়িতে ধাক্কা মারলে গোটা বাড়িটা ভেঙে মায়ের ওপর চাপা পড়ে গিয়েছিল। মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালানোর জন্যই এই অবস্থা হয়েছে। এইসব পুলিশের দেখা উচিত।

উল্লেখ্য, গতকালই হারালা মোড়ে ৬টি দোকান ঘরের ওপর উলটে গিয়েছিল বালিবোঝাই ডাম্পার। এবার প্রাণ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘাতক ডাম্পারটিকে আটক করার পাশাপাশি চালক ও খালাসিকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সামাজিক অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী বৃদ্ধ

আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গ্রামে কেউ অসুস্থ হলে তান্ত্রিক হিসাবে দোষ পড়ত এলাকারই এক বৃদ্ধের। পরিবারে গ্রামবাসীদের একাংশের কাছে রীতিমতো তুকতাক করার সন্দেহ ঘিরে বসেছিল এলাকার বর্মন পরিবারকে। এমনকী সালিশি সভায় একাংশ মাতব্বরেরা নিদান দেয় গ্রাম ছাড়া করার। এরপরই শুক্রবার ভোরে ওই পরিবারের প্রবীণ কর্তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল থানার ভগবানপুর গ্রামে এই ঘটনার পর মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে চাঁচল থানায় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম জয়দেব বর্মন (৬০)। বাড়ি থেকে সামান্য দূরে আম বাগানের মধ্যেই ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের মেয়ে পূরবী বর্মন জানিয়েছেন, গ্রামে কারোর অসুখ হলেই দায়ী করা হত তার বৃদ্ধ বাবাকে। গ্রামবাসীদের একাংশের সন্দেহ ছিল আমার বাবা নাকি তন্ত্রসাধনা করেন। তারজন্যই গ্রামে অসুখ-বিসুখ হচ্ছে। সেই সন্দেহের বশে একাধিকবার হেনস্তা করা হয়েছে। এমনকী গত মঙ্গলবার এলাকার কয়েকজন মাতব্বরেরা সালিশি সভা করে মলমূত্র খাইয়ে বাবা জয়দেব বর্মনকে মারধর করে। এরপরই বৃদ্ধ বাবা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। এদিন সাতসকালে বাড়ি থেকে সামান্য দূরে আম গাছে জয়দেব বর্মনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

মৃতের এক ভাইপো বিশ্বজিৎ বর্মন বলেন, আমার কাকু সাধারণ মানুষের সেবা করতেন। কিন্তু কাকুকে সবসময় তুকতাক করে বলে সন্দেহের চোখে দেখা হত। গত মঙ্গলবার গ্রামের এক যুবতী অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন তার পরিবারের লোকেরা আমার কাকুর কাছে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। সেই সময় নাকি ওই যুবতী বোবা হয়ে যায়। এরপরই তুকতাক করার অভিযোগ তুলেই কাকুকে টেনে হিঁচড়ে গ্রামের সালিশি সভায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মারধর করার পাশাপাশি মলমূত্র খাওয়ানো হয়। এই অপমান সহ্য করতে পারেননি আমার কাকু। এরপরে এদিন সকালে আম গাছে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। আমরা পুরো বিষয়টি নিয়ে গ্রামের একাংশ মাতব্বরদের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।

পুলিশ জানিয়েছে, আত্মহত্যা প্ররোচনা দেওয়া এবং সালিশি সভায় মারধর করার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের বারাসাত থানায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করার কারণে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী স্বপন মজুমদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হল বারাসাত থানায়। শুক্রবার বিকেলে বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র তথা এই মহাবিদ্যালয়ের টিএমসিপির সধারণ সম্পাদক শঙ্খশুভ্র সরকার বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ করেন থানায়। তার দাবি, রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করেছেন বিজেপির প্রার্থী। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের কাছে মায়ের মতো। আমরা কখনই মায়ের অপমান মেনে নিতে পারি না। মুখ্যমন্ত্রী যে ভাবে ছাত্র সমাজের পাশে দাঁড়িয়েছেন তা আগে কোনও মুখ্যমন্ত্রী করেননি। ছাত্র সমাজ এই কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য মেনে নিতে পারছে না। তাই স্বপন মজুমদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলাম। আমরা ছাত্র সমাজ তার গ্রেপ্তারির দাবি করছি। আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব আমরা।

সম্প্রতি, বারাসাত লোকসভার বিজেপি প্রার্থী ভোট প্রচারে বেরিয়ে সন্দেশখালি নিয়ে বলতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ডাইনি' বলে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, দিলীপ ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে কমই বলেছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী রহিঙ্গা মুখ্যমন্ত্রী। উনি ধর্ষিতা মহিলাদের রেট বেধে দিচ্ছেন। আমরা মহিলাদের সম্মান করি, মহিলারা মায়ের জাত। কিন্তু এমন ডাইনি মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা চাই না। বিজেপি প্রার্থীর এমন কুরুচিকর মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই নানা মহল থেকে নিন্দার ঝড় উঠেছে। দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েই এদিন শঙ্খশুভ্র সরকার বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

মোদির উদ্দেশে অশালীন শব্দের অভিযোগে আন্দোলনে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দলের নির্বাচনী প্রচার সভায় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কুরুচিকর' শব্দ প্রয়োগের অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামল বিজেপি। শুক্রবার বাঁকুড়া শহরে মিছিল করে মাচানতলা আকাশ মুক্ত মঞ্চের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ওই দলের নেতা কর্মীরা। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, উত্তরবঙ্গে নিজের দলের নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে 'কুরুচিকর' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবারই প্রথম নয়, এর আগেও দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার নাম করে অশালীন মন্তব্য তিনি করেছেন। আর সেই বিষয়টি জনসমক্ষে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই এই আন্দোলন বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

মান অভিমান দূরে সরিয়ে একসঙ্গে কাজের আহ্বান অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: সব মান অভিমান দূরে সরিয়ে সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তমলুকের বিজেপি প্রার্থী। ইতিমধ্যেই যাঁরা মান অভিমান করে দূরে সরে গিয়েছেন, তাঁদের একসঙ্গে এসে কাজ করার জন্য আহ্বান জানালেন তিনি। নির্বাচনে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বুথে বুথে কাজ শুরু করে দেওয়ার আহ্বান জানালেন তিনি। পূর্ব মেদিনীপুরে প্রবল গরমকে উপেক্ষা করেই দিনভর প্রচার করছেন বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। শুক্রবার সকাল থেকে কোলাঘাট অঞ্চলে প্রচার সারেন বিজেপি প্রার্থী। বিপুল সংখ্যক বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মিছিল দেখা যায় তাঁকে ঘিরে। প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ার আগে থেকেই পূর্ব মেদিনীপুরে পৌঁছে গিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি। এরপর তমলুক কেন্দ্রে বিজেপির পক্ষ থেকে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রার্থী করা হয়। তারপর থেকে প্রচার করছেন তিনি। কর্মিসভা চলছে নিয়মিত। তৃণমূল কংগ্রেসকে বিভিন্ন সময় আক্রমণ করছেন। রাজ্যের শাসকদলের দুর্নীতি নিয়ে রীতিমতো সমালোচনায় মুখর তিনি।

কেন্দ্রীয় দল ভেতরে, বিজেপি থাকবে বাইরে, বিজেপি বিজেপি মন্তব্যে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: বিভিন্ন সময় নানা মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন বাঁকুড়া জেলার ওন্দার গেরুয়া শিবিরের বিধায়ক অমরনাথ শাখা। এদিন ফের উস্কানিমূলক মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন সেই বিধায়কই। বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের দুবড়াকোন গ্রামে লোকসভা ভোটের জন্য একটি নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হয় বিষ্ণুপুরের বিজেপির সাংগঠনিক জেলার তরফ থেকে। সেখানেই খোলা মঞ্চে বক্তব্য রাখতে বেফাঁস মন্তব্য করে বসেন বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা। তিনি মন্তব্য করেন, 'ভোটের দিন কেন্দ্রীয় দল থাকবে ভেতরে, আর বিজেপির দল থাকবে বাইরে।'

পরে বিধায়ক অমরনাথ শাখা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দাবি করেন, 'ভেতরে ছাপ্পা মারছে কিনা সেটা দেখার জন্য থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী, বাইরে মানুষ আনন্দ সহকারে ভোট দিচ্ছে এটা দেখার জন্য থাকবে আমাদের বাহিনী।' এটা কি হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি বিধায়ক, সেই নিয়ে ধন্দে সকলে। তবে বিধায়কের এই মন্তব্য নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। ওন্দা ব্লকের যুব সভাপতি মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ের দাবি, ওদের কেন্দ্রীয় বাহিনী,ইডি, সিবিআই হল সম্বল, ভেতরে যারা ভোট দেবে, তারা লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য ভোট দেবে, কৃষক বন্ধুর জন্য ভোট দেবে।

পানীয় জলের হাহাকার!

ব্যবস্থা না হলে ভোটদান থেকে বিরত, হুঁশিয়ারি গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পানীয় জল যেখ ানে মানুষের জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ,সেখানে দীর্ঘ ২০-৩০ বছর ধরে পানীয় জলহীন একটা গোটা গ্রাম। গ্রামের শিশু থেকে বয়স্ক, নারী থেকে পুরুষ সবাইকার হাহাকার শুধু একটু পানীয় জলের জন্য। চিত্রটা বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লকের মানকানালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত লাপুড়িয়া গ্রামের। বাঁকুড়া শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে শান্ত এক গ্রাম লাপুড়িয়া। যেখানে সারিবদ্ধ ভাবে ৪০০ থেকে ৫০০ পরিবারের বাস। দিনের শেষে গ্রামের বাসিন্দাদের একটাই চিন্তা পানীয় জলের সংস্থান।

এমনিতেই লালমাটির জেলা বাঁকুড়া খ রাপ্রবণ, তার ওপর দোসর ভরা গ্রীষ্ম। রোজনামচার পানীয় জলের সংস্থান করতে গ্রামবাসীদের পায়ে হেঁটে যেতে হয় প্রায় দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার রাস্তা, পানীয় জল সরবরাহ করতে যথেষ্ট বেগও পোহাতে হয়।

বিষয়টি একাধিকবার একাধিক প্রশাসনিক স্তরে লিখিত আকারে জানালেও, শুধু মিলেছে আশ্বাস, কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলেই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জলের কল বসলেও, সেখানে দেখা নেই জলের।

গ্রামবাসীদের দাবি, পঞ্চায়েত ভোটের পূর্বে ট্যাংকারে করে পানীয় জলের সরবরাহ করলেও ভোট মিটে যেতে আর তারও দেখা নেই। সামনেই লোকসভা ভোট আসন্ন এখন ভোট চাইতে মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছে যাচ্ছে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। ভোটের পূর্বে যদি পানীয় জলের সংস্থান না হয় তা হলে ভোটদান থেকে গ্রামবাসীরা বিরত থাকবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

গ্রামবাসীরা যাঁরা আজ ২০-৩০ বছর ধরে এই সমস্যা ভোগ করে আসছেন, তাঁরা দাবি করেন, ভোটের পূর্বে হয়তো আগের ভোটের মতোই ট্যাংকারে করে পানীয় জলে সরবরাহ করা হবে, এবারে তা চলবে না। স্থায়ী একটা বন্দোবস্ত না হলে পুরো গ্রাম ভোটদান থেকে বিরত থাকবে। রাজনীতির বেড়াজাল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে গ্রামবাসীদের দাবি, সুষ্ঠু ভাবে পানীয় জলের সরবরাহ। তাঁদের বাপ ঠাকুরদাদার আমল থেকে পানীয় জলের সমস্যা থেকে স্থায়ী ভাবে অব্যাহতির জন্য কাতর আর্জি জানাচ্ছেন তাঁরা। লোকসভা ভোটের আগে পানীয় জলের সমস্যা থেকে গ্রামবাসীরা মুক্তি পায় কিনা, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

কংগ্রেসের 'ন্যায়পত্র'-এ ৩০ লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল: 'ন্যায়পত্র'। লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রকাশিত ইস্তাহারকে এই শব্দবন্ধেই শুক্রবার চিহ্নিত করল কংগ্রেস। সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গেরা দিল্লিতে দলের সদর দপ্তরে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করে দেশের ৩০ লক্ষ সরকারি শূন্যপদে চাকরি, ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদহীন স্বাস্থ্যবিমা, মহিলাদের আর্থিক সহায়তা, জাতগণনা এবং ৫০ শতাংশ পর্যন্ত জাতভিত্তিক সংরক্ষণ (এসসি, এসটি এবং ওবিসিদের জন্য), আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া উচ্চবর্ণের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

জানুয়ারি মাসে 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'য় রাহুল জানিয়েছিলেন, তাঁর এই যাত্রা পাঁচটি ন্যায়ের উপরে দাঁড়িয়ে; মহিলা, তরুণ, কৃষক, শ্রমিক এবং ভাগীদারি বা জনসংখ্যা অনুযায়ী ক্ষমতায় অংশগ্রহণের ন্যায়ের দাবি। সেই ন্যায়ের অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তৈরি হয়েছে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার। সেখানে কৃষকদের জন্য ফসলের ন্যূনতম সহায়কমূল্য নিশ্চিত করার আইনি অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কৃষিবিজ্ঞানী এমএস স্বামীনাথনের নেতৃত্বাধীন কমিটির সুপারিশ মেনে পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে।

ইস্তাহারে রয়েছে, শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করার কথাও। সেই সঙ্গে ২৫ বছরের কমবয়সি স্নাতকদের জন্য এক বছরের জীবিকামুখী শিক্ষানবিশ হওয়ার সুযোগ দেওয়ার সাংবিধানিক অধিকারের কথা। পাশাপাশি, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করলে জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। নরেন্দ্র মোদি জমানায় চালু করা অস্থায়ী 'অগ্নিবীর' নিয়োগ কর্মসূচি বাতিল করে সেনাবাহিনীতে স্থানীয় নিয়োগ কর্মসূচি ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে।

উরিতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, সেনার গুলিতে খতম জঙ্গি

শ্রীনগর, ৫ এপ্রিল: ফের গুলির লড়াই উপত্যকায়। শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরের উরি সেক্টরে ফের নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা করে জঙ্গিরা। নাশকতার ছক ভেস্তে দিয়ে অনুপ্রবেশকারী ১ জঙ্গিকে খতম করেছে সেনা। সেনা বাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, উরি সেক্টরের সাবুরা নালার কাছ থেকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করছিল জঙ্গিরা। সেনা বাহিনীর চিনার কর্পসের দেখতে পেয়েই রুখে দাঁড়ায়। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশও এই অভিযানে যোগ দেয়। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এক জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে। এখনও অভিযান জারি রয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি এখনও চলছে। জানা গিয়েছে, জম্মু-কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার উরি সেক্টরে জঙ্গি গতিবিধির খবর পাওয়া যায় গোপন সূত্রে। ভারতীয় সেনা বাহিনী দেখতে পায়, সাবুরা নালার পথ ধরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে কয়েকজন জঙ্গি। সেনাবাহিনীকে দেখতে পেয়েই তারা গুলি চালায়। পাল্টা গুলি চালায় সেনা বাহিনীও। শুরু হয় গুলির লড়াই। অতিরিক্ত বাহিনীও আনা হয় আন্তর্জাতিক সীমান্তে।

ভীমা-কোরেগাঁও মামলায় সোমা সেনকে জামিন

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল: মহারাষ্ট্রের ভীমা-কোরেগাঁও হিংসা মামলায় ধৃত সমাজকর্মী তথা প্রাক্তন অধ্যাপিকা সোমা সেনের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জের বেঞ্চ জেলবন্দি এই অভিযুক্তকে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

জামিন দেওয়ার সময় সোমাকে কিছু শর্ত দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসুর বেঞ্চ বলেছে, জামিনে থাকাকালীন সোমাকে সব সময় তাঁর মোবাইলের জিপিএস চালু রাখতে হবে। তাঁর নতুন মোবাইল নম্বর এবং বাড়ির ঠিকানা তদন্তকারী অফিসারকে জানিয়ে রাখতে হবে। সেই সঙ্গে পাসপোর্ট পুলিশের কাছে জমা রাখতে হবে এবং তাঁরা মহারাষ্ট্রের বাইরে কোথাও যেতে পারবেন না বলে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে।

শুক্রবার সোমার জামিনের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, সোমা বয়সজনিত সমস্যায় ভুগছেন। তা ছাড়া তিনি দীর্ঘ দিন কারাবাসে রয়েছেন। উল্লেখ্য, গত ১৫ মার্চ তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ আদালতে জানিয়েছিল সোমাকে আর হেফাজতে রাখার প্রয়োজন নেই। এই সব কিছু মাথায় রেখেই ভীমা কোরেগাঁও হিংসা মামলায় ধৃতের জামিন মঞ্জুর করল আদালত।

হোয়াইট হাউসের ইফতার পার্টির আমন্ত্রণ ফেরাল আমেরিকার মুসলিম সমাজ

ওয়াশিংটন, ৫ এপ্রিল: গাজার যুদ্ধে ইজরায়েলের পাশে রয়েছে আমেরিকা। তাই হোয়াইট হাউসে ইফতারের আমন্ত্রণ নাকচ করলেন মুসলিমরা। তাঁদের দাবি, প্যালেস্টাইনের বহু মানুষ বন্দি হয়ে রয়েছেন। এই অবস্থায় ইফতারের আমন্ত্রণে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, গাজার পরিস্থিতি নিয়ে আমেরিকার অবস্থান মোটেই ভালোভাবে নিচ্ছে না মুসলিম বিশ্ব। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে চাপ বাড়াচ্ছে বন্ধু দেশগুলো।

রমজান মাসে বিশেষ ইফতারের আয়োজন করেছিল হোয়াইট হাউস। তবে মঙ্গলবারের সেই ইফতারের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন আমেরিকার মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিরা। মার্কিন সংবাদপত্র সূত্রে জানা গিয়েছে, গাজা যুদ্ধে যেহেতু ইজরায়েলকে সমর্থন করছেন বাইডেন, সেই জন্যই বাইডেনের সঙ্গে বসে ইফতার করতে রাজি নন আমন্ত্রিতরা। শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায় ইফতারের অনুষ্ঠানটি। শুধুমাত্র কর্মীদের নিয়ে আলাদা করে ইফতার করে হোয়াইট হাউস।

তবে ইফতারে অংশ না নিলেও বাইডেনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন আমেরিকার মুসলিম ব্যক্তিত্বরা। প্যালেস্তিনীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন চিকিৎসক থায়ের আহমেদ বলেন, আমরা কি রুটি খেতে খেতে দুর্ভিক্ষ নিয়ে আলোচনা করব? উল্লেখ্য, বাইডেনের এই বৈঠকে হাজির ছিলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস, আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভ্যান। দীর্ঘ সময় ধরে মুসলিম প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন বাইডেন।

প্রসঙ্গত, হামাসের বিরুদ্ধে ইজরায়েলি সেনার অভিযান শুরু হওয়ার পর প্রথম থেকেই তেল আভিভের পাশে থেকেছে ওয়াশিংটন। তবে ধীরে ধীরে অবস্থান বদলের পথে হাঁটছে আমেরিকা। ইজরায়েলকে বারবার 'সংযত' হওয়ার বার্তা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সেই আবেদন কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন নেতানিয়াহু। গাজার করুণ পরিস্থিতি নিয়ে আমেরিকার উপরে চাপ বাড়াচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের মিত্র দেশগুলোও। ক্ষোভ বাড়ছে আমেরিকার মুসলিমদের মধ্যেও। চলতি বছরের শেষে আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও ছাপ ফেলবে মুসলিম ভোটব্যাংক।

বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণে আটক বিজেপি কর্মী!

বেঙ্গালুরু, ৫ এপ্রিল: বেঙ্গালুরুর রেস্তরাঁয় ভয়ংকর বিস্ফোরণের ঘটনায় এবার আটক করা হয়েছে এক বিজেপি কর্মীকে। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্রানুসারে এমনটাই জানা যাচ্ছে। এই মামলায় ধৃত দুই সন্দেহভাজন, যাঁরা মোবাইলের দোকানে কাজ করতেন, তাঁদের কাছ থেকে সাই প্রসাদ নামের ওই বিজেপি কর্মীর নাম জানতে পেরেছে এনআইএ। গত সপ্তাহ থেকে ওই ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই কংগ্রেস এই ঘটনায় বিজেপিকে নিশানা করেছে। কর্নাটকের কংগ্রেস নেতা দীনেশ গুন্ডু এক্স হ্যান্ডলে জানতে চেয়েছেন, এবার গেরুয়া শিবিরের সমর্থকরা কী বলবেন। তিনি লিখেছেন, 'এনআইয়ের হাতে বিজেপি কর্মীর আটক হওয়া কি রামেশ্বরম ক্যাফে বিস্ফোরণে বিজেপির জড়িত থাকার দিকেই ইঙ্গিত করছে না? বিজেপি ধর্মের নামে কী ধরনের চরমপন্থা চালাচ্ছে কর্নাটকে, তার এর চেয়ে পরিষ্কার প্রমাণ আর কী হতে পারে? কেন্দ্রীয় বিজেপি, যারা দেশভর আরএসএস আদর্শের প্রচার করে, তা এবার কী বলবে?' সেই সঙ্গে তাঁর দাবি, কেন বিজেপি এই ঘটনায় কর্নাটকের শাসক দল কংগ্রেসকে প্রথম থেকে কাঠগড়ায় তুলেছে। গত সপ্তাহেই এনআইএ শিবামোগায় একটি মোবাইলের দোকান ও দুই অভিযুক্তের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল। এর পরই উঠে এসেছে সাই প্রসাদের নাম। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

ইরানের সিস্তান-বালুচিস্তানের 'রেভলিউশনারি গার্ড'-এর সদর দপ্তরে হামলা

তেহরান, ৫ এপ্রিল: অশান্ত ইরানের সিস্তান-বালুচিস্তান প্রদেশে 'রেভলিউশনারি গার্ড'-এর সদর দপ্তরে জঙ্গি হামলায় নিহত হয়েছেন সেনাবাহিনীর ১১ জন সদস্য। সেনাবাহিনীর পাল্টা গুলিতে মারা গিয়েছে ১৬ জন জঙ্গি। ইরানের অভ্যন্তরীণ প্রতিমন্ত্রী মাজিদ মীরামাদি জানিয়েছেন, চাবাহার ও রাস্ক শহরে ইরানের সেনাবাহিনীর মুখ্য কার্যালয় হস্তগত করতে সেখানে হামলা চালিয়েছিল জইশ আল-আদল জঙ্গি গোষ্ঠী। রাতভর সংঘর্ষে দু'জন পুলিশকর্মী, দু'জন সীমান্তরক্ষী, সাত রেভলিউশনারি গার্ড ও বাসিজ ভলান্টিয়ার বাহিনীর সদস্য নিহত হন। জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন আরও ১০ জন নিরাপত্তাকর্মী। চাবাহারে জঙ্গিরা কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীকে বন্দিও করেছিল। পরে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে গিয়ে বন্দিদের ফেলে পালায় কয়েক জন জঙ্গি। সংঘর্ষে ১৬ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে।

জইশ আল-আদল দীর্ঘদিন ধরেই বালুচিস্তানের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সার্বিক অধিকার এবং উন্নত বাসযোগ্যের দাবি জানিয়ে আসছে। সিস্তান-বালুচিস্তান প্রদেশে ইরানের নিরাপত্তারক্ষীদের উপরে একাধিক বার হওয়া হামলার দায় নিয়েছে এই জঙ্গি গোষ্ঠী। গত ডিসেম্বরে তারা রাস্ক শহরের একটি পুলিশ স্টেশনে হামলা চালায়। ঘটনায় ১১ জন পুলিশ কর্মী নিহত হন।

আফগানিস্তান থেকে পশ্চিম-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মাদক পাচার করার জন্য ইরান অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি 'ট্রানজিট রুট'। ফলে পাকিস্তান-আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী এই এলাকাটিতে ইরানের সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে মাদক পাচারকারী ও জঙ্গিদের সংঘর্ষ লেগেই থাকে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট ব্রাঞ্চ
আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী
জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭৪১২৩৫

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৫.০৪.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা : **শ্রীমতি সুলেখা ব্যানার্জি,** স্বামী প্রয়াত দেবাশিস ব্যানার্জি, ফ্ল্যাট নং ৩, ১ম তল, ব্লক এফ, সোনার ভুবন, ওয়ার্ড নং ২০, কল্যাণী মিউনিসিপ্যালিটি, নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫/**শ্রীমতি ডোনা ব্যানার্জি (জামিনদাতা), কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট ব্রাঞ্চ, নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ, ১৯,০৪,৯২৮.০০ টাকা** (উনিশ লাখ চার হাজার নশো আঠাশ টাকা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১৯,০৪,৯২৮.০০ টাকা** (উনিশ লাখ চার হাজার নশো আঠাশ টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট অবিভক্ত সম্পত্তি জমির ভাগ অংশ, ফ্ল্যাট নং ০৩, একতলায় পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ৮০০.০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং সকলের ব্যবহারের এরিয়া, সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত সোনার ভুবন ভবনের নাম- কদম, হোল্ডিং নং এফ-৫৭/২২৫/এফ/জি/এইচ (অংশ), ওয়ার্ড নং ২০, কল্যাণী পুরসভা এবং থানা: কল্যাণী, জেলা : নদিয়া অধীন, সোনার ভুবন -কদম নামে ভবনে, **সুলেখা ব্যানার্জি এবং ডোনা ব্যানার্জি এর নামে চৌহদ্দি :** উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ৪, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ২, পূর্বে : সাধারণ চলার পথ এবং পশ্চিমে : খোলা জায়গা।

তারিখ : ০৫.০৪.২০২৪
স্থান : কল্যাণী

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

এসবিআই আরএসিপিসি-কাম-এসএআরসি, হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল : sbi.10263@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা দাখিলকৃত বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী শুভ্র সর্বাধিকারী** পিতা সুশীল কুমার সর্বাধিকারী ১৬১, সিসিআর, ঝিলপাড়া, পো. বালি দুর্গাপুর, সমবায়পল্লী, হাওড়া - ৭১১২০৫ **আরও** - ফ্ল্যাট নং ৩০৪, ৪র্থ তল, ৩১, পঞ্চানন তলা রোড, পো. এবং থানা - বালি হাওড়া - ৭১১২০১ **শাখা : লিলুয়া, হাওড়া**	**তপশিল "সি" : অংশ ১:** অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন সকল দায়বদ্ধ সম্পত্তির : যেমন : চলতি সম্পদ, মজুত, বুক ডেটস, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য পণ্য এবং স্পেয়ার্স এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি যা নথিতে উল্লেখ রয়েছে (তপশিল বি)। **অংশ -২ : তপশিল ডি** **সম্পত্তির বিবরণ** **জমি এবং ভবনের বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মোকারারি মৌরাশি বাস্তু জমি পরিমাণ কমবেশি ৬ কাঠা ২ ছটাক ২১ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, বালি পুরসভা বর্তমানে হাওড়া পৌর সংস্থা হোল্ডিং নং ৩১ অধীন, পঞ্চাননতলা রোড, পো এবং থানা : বালি, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১২০১, পূর্বতন ওয়ার্ড নং ২ এবং ওয়ার্ড নং ৩, বালি পুরসভা এবং বর্তমানে হাওড়া পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৫২, সংশ্লিষ্ট নির্মাণ অধীন যাবতীয় সুবিধাদি ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার এবং ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার, হাওড়া, সংশ্লিষ্ট সকল নির্মাণ ও তদস্থিত যাবতীয় ফিক্সচার ও ফিটিংস সকল ব্যবহারের অধিকারী অনুযায়ী **চৌহদ্দি : উত্তরে** : ন্যাশনাল হাইওয়ে, **দক্ষিণে :** পঞ্চাননতলা রোড, **পূর্বে :** ২৯,পঞ্চাননতলা রোড, **পশ্চিমে :** কল্যাণী দেবীর জমি এবং ভবন। **ফ্ল্যাটের বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পূর্ণ মালিকানাধীন এবং দখলীকৃত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট (মার্বেল মেঝে) ফ্ল্যাট নং ৩০৪, চতুর্থ তলে,পরিমাণ আনুমানিক ৬১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া জমির হোল্ডিং নং ৩১, পঞ্চাননতলা রোড, পো এবং থানা : বালি, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১২০১, ওয়ার্ড নং ৫২, ২ বেড রুম, ১ হল তথা ডাইনিং স্পেস, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং বাথ এবং ১ ব্যালকনি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা ও ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত **চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** সিঁড়ি এবং লবি, **পূর্বে :** খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** ফ্ল্যাট নং ৩০৩। **সম্পত্তি শ্রী শুভ্র সর্বাধিকারীর নামে** উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০২০৩৩২৪-২০১৭ সালের, ভল্যুম নং ০৫০২-২০১৭, নথিভুক্ত বুক নং ১, পৃষ্ঠা ৯৪৬৩৪ থেকে ৯৪৬৭২, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস-এডিএসআর-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ০৩.০২.২০২৪ এনপিএ তারিখ ১৩.০১.২০২৪	**হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন এ/সি নং (৩৬৯১৩১৭৯১০০) ২২৯৮০৯৪.০০ টাকা এবং সুরক্ষা (৩৬৯১৩২২৮১৭৩) ১২৮৭৮৫.০০ টাকা ২৪,২৬,৮৭৯ টাকা (চব্বিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার আটশ উনআশি টাকা)** ০৩.০২.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ০৬.০৪.২০২৪, স্থান - হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

যূনিয়ন বैंक Union Bank of India

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬, টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস। এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ **"যেখানে যা আছে", "যেখানে যা কিছু আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে আগামী ৩০.০৪.২০২৪ তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে ১০,০০০/- টাকা। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ৩০.০৪.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা
বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৯.০৪.২০২৪, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত
ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ৩০.০৪.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ২৯.০৪.২০২৪	মোট বকেয়া ১৫.০২.২০২৪ অনুযায়ী। (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স আনন্দ ট্রেডারস** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** (আধা শহুরে) কাঞ্চননগর মৌজায় অবস্থিত জমি সম্পত্তি, জেএল নং ২৬, আরএস খতিয়ান নং ৯৪, ২১৩, ৪৪৬, ৬০৭, ১০১৮, ১৬০২, এলআর. খতিয়ান নং ২৭৬৪, আর.এস. প্লট নং ২৩০৬/পি, এলআর. প্লট নং ৪৫৭৮, হোল্ডিং নং ১১৪/১, মন্তেশ্বরতলা, কাঞ্চননগর, বর্ধমান পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ২৪, পোস্ট. - কাঞ্চননগর, থানা - বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দীর মালিকানাধীন সম্পত্তি, সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- ১২ ফুট, পৌরসভা রোড, দক্ষিণ - ত্রিদেব মন্ডলের জমি, পূর্ব - ত্রিদেব মন্ডল, পশ্চিম- কমল দাসের জমি; বন্ধকদাতা- শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দী। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৪৪,৩০,৭০০.০০ টাকা ২. ৪,৪৩,০৭০.০০ টাকা	৫৯,৮৭,২৫১.০০ টাকা (ঊনষাট লক্ষ সাতাশি হাজার দুইশত একান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২.	**ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী অনিমেষ মুখার্জি,** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল কাস্ট-কুরম্বা -তে, কাস্ট-কুরম্বা বাস স্ট্যান্ডের কাছে অবস্থিত, মৌজা - শিয়ালদহ, জেএল নং ১২৬-এ অবস্থিত, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭১, প্লট নং ৩৩৫ বান্দুল ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে, পোস্ট অফিস - কাস্টো-কুরম্বা, থানা- বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান (পূর্ব), পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৬। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৪১,৩৬,০০০.০০ টাকা ২. ৪,১৩,৬০০.০০ টাকা	২৬,১৭,৭৯৪.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ সতের হাজার সাতশত চুরানব্বই টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩.	**ঋণগ্রহীতার নাম : আশিস কুমার মাল** **শাখা-সিউড়ি** **সম্পত্তি** - জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা চাতরা -তে অবস্থিত, জেএল নং- ৭৭, আরএস খতিয়ান নং-১০৬৭, এলআর খতিয়ান নং- ৫১, খতিয়ান নং- ১৫৩, দাগ/ প্লট নং- ৫২১, কোমা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- চাঙ্গুরিয়া, থানা- সিউড়ি, জেলা- বীরভূমে ০৪ শতক পরিমাপের আশিস কুমার মালের নামে । **যোগাযোগ ব্যক্তি : শ্রী অর্জুন কুমার দাস - ৭৯৯১১৩৩২৯৬**	১. ৭,০৫,০০০.০০ টাকা ২. ৭০,৫০০.০০ টাকা	৮,৭৭,৩০১.০০ টাকা (আট লক্ষ সাতাত্তর হাজার তিনশত এক টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৪.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বাবা লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ** **শাখা- বাঁকুড়া (৬০৮৪০)** **সম্পত্তি** - জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা -ডেমুরারি, গোপিনাথপুর, জেএল নং- ২০৫, থানা ও জেলা-বাঁকুড়া, ওয়ার্ড নং- ৫, বাঁকুড়া পৌরসভার অধীনে, আরএস খতিয়ান নং- ১২৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৪৯৭, আর.এস. প্লট নং- ২৬৪/১৪৯৫, এলআর প্লট নং- ৪৫৫৬ এলাকা ০.০২৮ একর শ্রী তন্ময় নন্দীর নামে। সীমানা: উত্তর- শ্রী অরুণ কুন্ডুর বাড়ি, দক্ষিণ- রেলওয়ের স্থান, পূর্ব- শ্রী অশ্বিনী ঠক্কর এর বাড়িও সংযুক্ত প্যাসেজ মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- পৌর ড্রেন। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী অরিজিৎ মুখার্জি: ৭৯০৮২৯০৯৫৯**	১. ১৪,৮১,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪৮,১০০.০০ টাকা	১০,৩৩,১৬২.০০ টাকা (দশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার একশত বাষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৫.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বর্ধমান কনস্ট্রাকশন** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি-** এখানে অবস্থিত জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা- রায়ান, এলআর খতিয়ান নং- ৬২৯৫, আরএস প্লট নং- ৩৯০/১৬৪১ আরএস খতিয়ান নং- ১৪৭২, জেএল নং- ৬৮, জমির পরিমাপ ০.৫ কাঠা, গ্রাম- বিজয়রাম ক্যানেলপাড়, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- বাজেপ্রতাপপুর শ্রী অরুণ রায়ের মালিকানায়। সম্পত্তির সীমানা- উত্তর- কাদের সেখ-এর বাড়ি, দক্ষিণ- রফিক খানের বাড়ি, পূর্ব- টুম্পা বিবির বাড়ি, পশ্চিম- ৮ ফুট রোড এবং খাল। **যোগাযোগ ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু-৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ৯,৯৪,০০০.০০ টাকা ২. ৯৯,৪০০.০০ টাকা	১৪,৪৪,২৪৬.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার দুইশত ছেচল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৬.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স দীপ হার্ডওয়্যার** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি :** মৃত মোনোয়ার হোসেন এবং মৃত সেলিমা বেগম -এর নামে ১.৫ কাঠা পরিমাপের জমি ও ভবন, হুতুদেয়ান পিরতলা, পীরতলা মসজিদের কাছে, মৌজা - রায়ান, জেএল নং ৬৮, এলআর. খতিয়ান নং ৩৬৮৯ ও ৭৩২৪, প্লট নং ২০৭৬/৩৮৪৭, এল.আর. প্লট নং ২০৭৬/৩৮৪৭, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট - বাজেরতাপপুর, থানা - বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান (পূর্ব), পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩১০১। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ২৮,৬০,০০০.০০ টাকা ২. ২,৮৬,০০০.০০ টাকা	৪৬,৩৯,৪৩৬.০০ টাকা (ছেচল্লিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার চারশত ছত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৭.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স এভারগ্রীন কৃষি ভান্ডার** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** ০.২৫ একর পরিমাপের জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১১৯, এলার খতিয়ান নং ২৯৯৯, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৮১৯২, মৌজা - সাঁকো, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩ ১৪১ -এ অবস্থিত। এবং এটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর - উদ্দিন মাস্টারের সম্পত্তি, দক্ষিণ - সেখ বাদাই এর সম্পত্তি, পূর্ব - মালিকদের জমি, পশ্চিম - সেখ কাজল এর সম্পত্তি। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৫০,৫৬,০০০.০০ টাকা ২. ৫,০৫,৬০০.০০ টাকা	৫৭,২৪,৩৩৭.০০ টাকা (সাতান্ন লাখ চব্বিশ হাজার তিনশত সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৮.	**ঋণগ্রহীতার নাম : হক এন্টারপ্রাইজ** **শাখা-আঁখোনা** **সম্পত্তি** - মৌজা চাকতা, জেএল নং- ২, খ নং- ১২৬১, এলআর প্লট নং- ২৫৯২, এলআর খ.নং. -২৪০০, আঁখোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা কেতুগ্রাম। **আজিজুল হকের নামে** ২ শতক (প্রায়) পরিমাপের জমি ও বিদ্যমান এক তলা বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- হাসনা বিবির খোলা জমি, দক্ষিণ- মালিক অন্য প্লটের খোলা জমি, পূর্ব- পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিম- মালিক প্লটের খোলা জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সুদীপ রায় : ৮৩৩৬৯১৮১৭৫**	১. ৪,৫৪,০০০.০০ টাকা ২. ৪৫,৪০০.০০ টাকা	৯,৭৯,৬৪২.০০ টাকা (নয় লক্ষ উনআশি হাজার ছয়শত বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৯.	**ঋণগ্রহীতার নাম: আবসার সেখ** **শাখা: নলহাটি** **সম্পত্তির** - সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে মৌজা- নলহাটিতে অবস্থিত জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার জেএল নং- ৫৩, খ. নং- ৯২৬৭ এবং ২২৫৭, এলআর খ. নং-৯২৬৬, এলআর প্লট নং-৪১৩০, হোল্ডিং নং-৩৭৩, ওয়ার্ড নং-১১, মহল্লা- নলহাটি মোল্লাপাড়া, নলহাটি পৌরসভার অধীনে, থানা-নলহাটি জেলা- বীরভূম, জমির পরিমাপ: ২ শতক। **এটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- আব্দুল কারিমোল্লা, দক্ষিণ- নাসিরুদ্দিন সেখ, পূর্ব- রাজেশ সেখ, পশ্চিম- আজিজুল মোল্লা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: দেবার্ঘ্য সান্যাল-৯১৬৩৬০৬০৪৯**	১. ১১,২৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,১২,৬০০.০০ টাকা	৬,০৬,৯২৩.০০ টাকা (ছয় লক্ষ ছয় হাজার নয়শত তেইশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা সম্পত্তি **পরিদর্শনের** তারিখ এবং সময় হবে **২৯.০৪.২০২৪** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ www.unionbankofindia.com এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ibapi.in -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট www.mstcecommerce.com -এ যান। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome হেল্পলাইন নম্বর ১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১ -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ০৪.০৪.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
আঞ্চলিক দপ্তর

পর পর দু'ম্যাচে হার ধোনিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে হেরেছিল চেন্নাই সুপার কিংস। এ বার হার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে। পর পর দু'টি ম্যাচে হেরে গেল মহেন্দ্র সিংহ ধোনির দল। প্রথমে ব্যাট করে চেন্নাই তোলে ১৬৫ রান। ১১ বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতল হায়দরাবাদ।

টস জিতে চেন্নাইকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন হায়দরাবাদের অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। চতুর্থ ওভারে ভুবনেশ্বর কুমার তুলে নেন রাচিন রবীন্দ্রের উইকেট। ৯ বলে ১২ রান করেন তিনি। ২৫ রানের মাথায় প্রথম উইকেট হারায় চেন্নাই। বেশি ক্ষণ ক্রিজে টিকতে পারেননি অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ও। তিনি ২১ বলে ২৬ রান করে আউট হয়ে যান। দুই ওপেনারকে হারানোর পর এক দিক ধরে রেখেছিলেন অজিঙ্ক রাহানে। উল্টো দিকে বড় শট খেলতে শুরু করেন শিবম দুবে।

শিবমকে চেন্নাই চার নম্বরে ব্যাট করতে পাঠাচ্ছে। উপরের দিকে ব্যাট করার সুযোগ কাজে লাগাচ্ছেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। শুক্রবার চারটি ছক্কা মারেন শিবম। তাঁর মারা ছক্কাগুলো দেখে উচ্ছ্বসিত যুবরাজ সিংহ। ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার বলেন, তএত সহজ ভাবে শিবম শটগুলো মারছে দেখে ভাল লাগছে। আমার মনে হয় ওকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে রাখা উচিত। যে কোনও সময় খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে ও। সেই ক্ষমতা ওর আছে।দ শুক্রবার কামিন্সের দেওয়া মন্থর বাউন্সার বুঝতে পারেননি শিবম। অর্ধশতরান থেকে ৫ রান দূরে ক্যাচ তুলে দেন ভুবনেশ্বর কুমারের হাতে।

রাহানে এ দিন নিষ্প্রভ ছিলেন। ৩০ বলে ৩৫ রান করেন তিনি। এক দিক ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু শিবম আউট হওয়ার পরেই সাজঘরে ফিরে যান রাহানে। জয়দেব উনাদকটের বলে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ক্যাচ তুলে দেন তিনি।

ড্যারিল মিচেল এবং রবীন্দ্র জাডেজা মিলে ৩৩ রান যোগ করেন। কিন্তু তাঁরা ২৭টি বল খেলেন। এই মন্থর ইনিংস চেন্নাইয়ের রানের গতি কমিয়ে দেয়। শেষ তিনটি বল বাকি থাকতে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি মাঠে নামেন। হায়দরাবাদ স্টেডিয়ামের চিৎকার শুনে তখন মনে হচ্ছিল খেলা চেন্নাইয়ে হচ্ছে। ধোনি এক রানের বেশি করতে পারেননি। চেন্নাইয়ের ইনিংসও শেষ হয়ে যায় ১৬৫ রানে।

২৭ মার্চ এই হায়দরাবাদের মাঠেই ২৭৭ রান তুলেছিলেন ট্রেভিস হেডেরা। সেই মাঠে ১৬৬ রানের লক্ষ্য এমন কিছু বড় নয়। অভিষেক শর্মা যে ভাবে শুরু করেছিলেন, তাতে খুব সহজেই জয়ের পথে দৌড় শুরু করে হায়দরাবাদ। অভিষেক ১২ বলে ৩৭ রান করেন। দ্রুত রান তুলছিলেন তিনি। অন্য ওপেনার ট্রেভিস হেড ২৪ বলে ৩১ রান করেন। ৩৬ বলে ৫০ রান করেন এডেন মার্করাম। এই তিন ব্যাটারের দাপটে ১৪ ওভারে ১৩২ রান তুলে নেয় হায়দরাবাদ।

সেখান থেকে পরের ৩৪ রান তুলতে ২৫টি বল লাগল হায়দরাবাদের। শাহবাজ আহমেদ এবং হেনরিখ ক্লাসেন শুরুর দিকে বড় শট খেলতে পারেননি। বলা ভাল চেন্নাইয়ের মইন আলি এবং রবীন্দ্র জাডেজা তাঁদের বড় শট খেলতে দেননি। রানের গতিতে লাগাম পরিয়ে দিয়েছিলেন এই দুই স্পিনার। কিন্তু খুব বেশি রান বাকি না থাকায় জিততে অসুবিধা হয়নি হায়দরাবাদের। ১১ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে নেয় তারা।

'ভুলে কেনা' শশাঙ্কই করলেন পঞ্জাব কিংসের 'দায়মোচন'

নিজস্ব প্রতিনিধি: শশাঙ্ক সিংকে নিশ্চয়ই এখন আর 'ফিরিয়ে দিতে' চাইবে না পাঞ্জাব কিংস।

আহমেদাবাদে গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে ২০০ রানের লক্ষ্যে ২৯ বলে ৬১ রানের ইনিংসে পাঞ্জাবকে স্মরণীয় এক জয় এনে দিয়েছেন ৩২ বছর বয়সী এ ব্যাটিং অলরাউন্ডার। হয়েছেন ম্যাচসেরাও। অথচ এই শশাঙ্ককে নিলামে কিনেও ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল পাঞ্জাব!

গত ডিসেম্বরে আইপিএলের নিলামে শশাঙ্ককে তাঁর ভিত্তিমূল্য ২০ লাখ রুপিতে কেনে পাঞ্জাব। তবে এর ঠিক পরপরই পাঞ্জাবের পক্ষ থেকে নিলাম পরিচালনাকারীকে ইঙ্গিত করা হয়, তারা তাঁকে নিতে চায় না। দলের মালিক প্রীতি জিনতাও একই ইঙ্গিত করেন। নিজেরা একজন খেলোয়াড়কে কিনে নেওয়ার পর আবার ফিরিয়ে দিতে চাওয়ার সেই ঘটনায় বেশ বিব্রতকর একটা পরিস্থিতিই তৈরি হয় আইপিএলের নিলামে। কয়েক মিনিট আগে শশাঙ্ক সিং নামে বাংলার আরেক ক্রিকেটারকে নিলামে তোলা হয়েছিল, এরপর পাঞ্জাবের অমন কাণ্ডে ধোঁয়াশা তৈরি হয় আরও।

অবশ্য পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাঞ্জাব 'পরিষ্কার' করে, তারা এই শশাঙ্ককেই কিনতে চেয়েছিল। দুজন একই নামের খেলোয়াড় তালিকায় থাকাতেই ওই গোলমাল হওয়ার কথাও জানায় দলটি।

শশাঙ্কের গত রাতের পারফরম্যান্সের পর পাঞ্জাবের ওই 'ভুল' আবার আসছে আলোচনায়। 'ভুল' করে কপাল খুলে গেছে দলটির, বলা হচ্ছে এমনও।

অবশ্য পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাঞ্জাব 'পরিষ্কার' করে, তারা এই শশাঙ্ককেই কিনতে চেয়েছিল। দুজন একই নামের খেলোয়াড় তালিকায় থাকাতেই ওই গোলমাল হওয়ার কথাও জানায় দলটি।

শশাঙ্কের গত রাতের পারফরম্যান্সের পর পাঞ্জাবের ওই 'ভুল' আবার আসছে আলোচনায়। 'ভুল' করে কপাল খুলে গেছে দলটির, বলা হচ্ছে এমনও।

ম্যাচসেরা শশাঙ্ককে নিয়ে ধাওয়ান বলেছেন, 'সে কতটা ভালো, সেটি দেখিয়েছে। দারুণ ইনিংস। এত সুন্দর টাইমিং করেছে, দেখে মনে হয়েছে অনায়াসেই করছে। স্নায়ু ধরে রেখে ম্যাচ শেষ করেছে। ৭ নম্বরে শুরু করেছিল, এখন তার ইতিবাচক মানসিকতা ফুটে উঠছে।'

উচ্ছ্বসিত শশাঙ্ক নিজে বলেছেন, 'এখনো বুঝে ওঠার চেষ্টা করছি ব্যাপারটা। এসব কিছু কল্পনাই করেছি শুধু, কিন্তু যখন বাস্তবে রূপ নেয়! নিজের প্রচেষ্টায় আমি গর্বিত, খুশি। কোচ বলেছিলেন বল অনুযায়ী খেলতে। উইকেট দারুণ ছিল, বাউন্স সমান ছিল। দুই দলই ২০০ করেছে, ফলে উইকেটটা দারুণ ছিল।'

এর আগে ২০২২ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে এক মৌসুম খেলেছিলেন, এরপর দলটি ছেড়ে দেয় তাঁকে। গত মৌসুমে কোনো দল আগ্রহই দেখায়নি। তাঁর বেড়ে ওঠা মুম্বাইয়ে, তবে সেখানে সুযোগ না পেয়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন পুডুচেরিতে। এরপর থিতু হন আরেক দল ছত্তিশগড়ে, এখন তিন সংস্করণে তাদের হয়ে নিয়মিত শশাঙ্ক।

আইপিএলে এর আগে সেভাবে সুযোগ না পেলেও পাঞ্জাব এবার ভরসা রাখছে তাঁর ওপর, শশাঙ্ক নিজেই জানিয়েছেন সেটি, 'এখানে মালিক ও কোচিং স্টাফের সদস্যরা আমাকে সমর্থন দিচ্ছে। বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিলাম আমি।'

শাহিন আফ্রিদি বললেন, ধৈর্যের পরীক্ষা নিও না

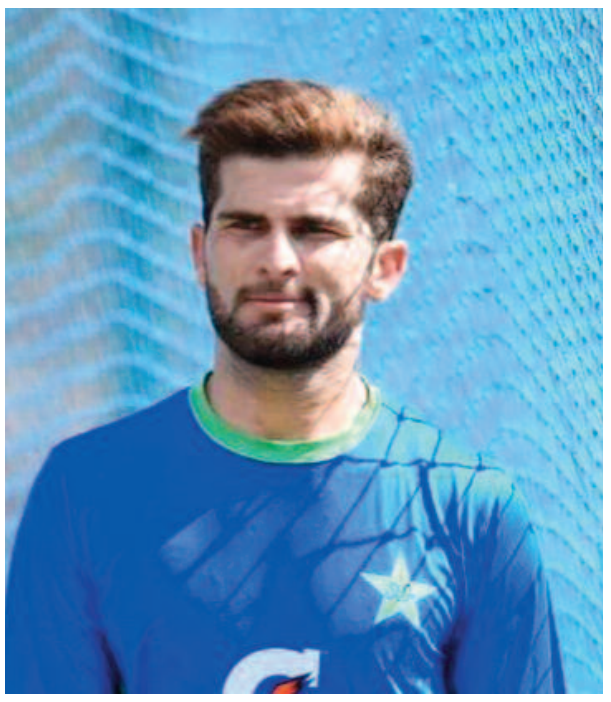

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাবর আজমের কাছে অধিনায়কত্ব হারানোর পর পাঁচ দিন চলে গেছে। এ কয় দিনে শাহিন আফ্রিদির একটা ছবিই শুধু সামনে এসেছে। পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি তাঁর সঙ্গে করমর্দন করছেন, আর হাতে হাত মিলিয়ে মুখে হাসি আনার চেষ্টা করছেন আফ্রিদি। এর বাইরে বাঁহাতি এ পেসার প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি।

এবার টি,টোয়েন্টি অধিনায়কত্ব থেকে বাদ পড়ার প্রায় সপ্তাহখানেক পর মুখ খুললেন শাহিন আফ্রিদি। কারও নাম না নিয়ে বললেন, তাঁর ধৈর্যের পরীক্ষা যেন না নেওয়া হয়। এমন পরিস্থিতি তৈরি করা না হয়, যাতে তাঁকে নিষ্ঠুর ও নির্মম আচরণ করতে হবে।

অধিনায়কত্ব বা ক্রিকেট বিষয়ে কোনো শব্দ উল্লেখ না করলেও আফ্রিদির এই মন্তব্য সাম্প্রতিক ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করা হচ্ছে। এক সপ্তাহ ধরে পাকিস্তান ক্রিকেটে সবচেয়ে আলোচিত চরিত্র যে তিনিই।

গত নভেম্বরে পাকিস্তানের টি, টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক করা হয়েছিল আফ্রিদিকে। তাঁর নেতৃত্বে জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ খেলে পাকিস্তান। চলতি মাসে কিউইদের বিপক্ষে আরেকটি সিরিজ শুরুর আগে গত রোববার তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের খবর, অধিনায়কত্ব থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়ে পিসিবি আফ্রিদিকে যথাযথভাবে আশ্বস্ত করেনি।

পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে ওঠে পিসিবির এক বিবৃতিতে, যেখানে অধিনায়ক বাবরের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বলে আফ্রিদিকে উদ্ধৃত করা হয়।

আফ্রিদির ঘনিষ্ঠ এক সূত্র জানায়, বিবৃতির কথাগুলো তাঁর নয়। পিসিবি মনগড়া কথা লিখে আফ্রিদির নাম বসিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যেই কাকুলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তান দলের ফিটনেস ক্যাম্প পরিদর্শনে যান পিসিবি চেয়ারম্যান। পরে পিসিবির দেওয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আফ্রিদির সঙ্গে নাকভির করমর্দনের ছবি জুড়ে দেওয়া হয়। এর বাইরে এক সিরিজ পরেই অধিনায়কত্ব থেকে বাদ দেওয়া বিষয়ে সাবেকদের নানাধর্মী বক্তব্য তো চলছেই।

সব মিলিয়ে গত এক সপ্তাহের ঘটনাবলিতে আফ্রিদির অসন্তুষ্ট হওয়ার উপাদান আছে যথেষ্টই। আর তারই একপর্যায়ে আজ ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন আফ্রিদি।

২৯ সেকেন্ডের ভিডিও ক্লিপটিতে একটি সিংহের ছবি এবং নেপথ্যে কিছু কথা ভেসে আসে। সেখানে বলতে শোনা যায়, 'আমাকে এমন পরিস্থিতিতে কখনোই দাঁড় করিও না, যেখান থেকে আমাকে নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতা দেখাতে হয়। আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিও না। কারণ, আমি তোমার দেখা সবচেয়ে সহৃদয় ও অমায়িক মানুষ হতে পারি, কিন্তু একবার আমার সীমা অতিক্রম করে গেলে, আমাকে এমন কিছু করতে দেখবে যেটা করতে পারি বলে কেউ ভাবতেও পারে না।'

শক্তি বাড়ল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের, দলে যোগ দিলেন সূর্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: চোটের কারণে এত দিন খেলতে পারছিলেন না সূর্যকুমার যাদব। আইসিসি-র ক্রমতালিকায় টি-টোয়েন্টিতে এখনও এক নম্বরে তিনি। সেই ব্যাটার শুক্রবার যোগ দিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলে। এখনও পর্যন্ত সব ম্যাচ হেরে যাওয়া দলের শক্তি বাড়ল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে নামার আগে।

রবিবার দিল্লি বনাম মুম্বই ম্যাচ। ওয়াংখেড়েতে হবে সেই ম্যাচ। শুক্রবার সেই মাঠে অনুশীলন করেন সূর্যকুমার। দল মাঠে আসার এক ঘণ্টা আগেই চলে এসেছিলেন তিনি। নেটে ব্যাট করেন। বেশ কিছু বড় ছোট খেলতে দেখা যায় তাঁকে। দীর্ঘ ক্ষণ নেটে ব্যাট করার পর অন্যান্য অনুশীলন শুরু করেন সূর্য। তাঁর কোনও সমস্যা দেখা যায়নি। অনুশীলনের মাঝে কোচ মার্ক বাউচার এবং ব্যাটিং কোচ কায়রন পোলার্ডের সঙ্গে কথা বলেন সূর্য। মনে করা হচ্ছে দিল্লির বিরুদ্ধে রবিবার তাঁকে খেলতে দেখা যেতে পারে। তিন মাসের বেশি মাঠের বাইরে ছিলেন সূর্য। স্পোর্টস হার্নিয়ায় অস্ত্রোপচার হয়েছিল তাঁর। সূর্যকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিয়ে চায়নি বোর্ড। বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ছিলেন তিনি। সেখানে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির চিকিৎসকেরা মনে করেছেন, সূর্য এখন পুরো সুস্থ। তাই তাঁকে খেলার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। আইপিএলের পরে জুন মাস থেকে শুরু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এ বার ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আমেরিকার মাটিতে হবে খেলা। সেখানে ভারতের দরকার হবে সূর্যকে। টি-টোয়েন্টির এক নম্বর ব্যাটার তিনি। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি আইপিএলে সেরে ফেলতে পারবেন সূর্য। তাঁকে পাওয়ায় কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাস বাড়বে রোহিত, হার্দিকদের।

কলকাতায় শুরু 'খেলো ইন্ডিয়া রাইজিং ট্যালেন্ট আইডেন্টিফিকেশন প্রোগ্রাম'

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতার ন্যাশানাল সেন্টার অফ একসেলেন্সে শুরু হল 'খেলো ইন্ডিয়া রাইজিং ট্যালেন্ট আইডেন্টিফিকেশন (কিরটি) প্রোগ্রাম'। ৬ থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত চলা এই প্রোগ্রামে অংশ নেবেন কলকাতা এবং কলকাতার পার্শ্ববর্তী জেলার প্রায় ১০০০ স্কুল ছাত্র। সাইয়ের তরফ থেকে খেলো ইন্ডিয়া রাইজিং ট্যালেন্ট আইডেন্টিফিকেশন (কিরটি) প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানানো হয়েছে যে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে খুঁজে বের করা হবে উদীয়মান তারকাদের। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এটি নয়া শিক্ষা নীতি-২০২০-রও অন্তর্ভুক্ত।

নাদালের ফেরা আর কত দূর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফ্রেঞ্চ ওপেনে খেলতে পারবেন তো রাফায়েল নাদাল?

প্রশ্নটি উঠছে কারণ, শারীরিক কারণে গতকাল মন্টে কার্লো মাস্টার্স থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন নাদাল। ২২ বারের এই গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন সর্বশেষ টেনিস কোর্টে নামেন গত জানুয়ারিতে ব্রিসবেনে। এরপর এটিপি ট্যুরে মন্টে কার্লো মাস্টার্স দিয়ে তাঁর কোর্টে ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন সমর্থকেরা। কিন্তু ৩৭ বছর বয়সী নাদাল গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছেন, মন্টে কার্লো মাস্টার্সে তিনি খেলতে পারবেন না, 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে জানাতে হচ্ছে, মন্টে কার্লো মাস্টার্সে আমি খেলতে পারব না। শরীর একদমই সায় দিচ্ছে না।'

মন্টে কার্লোতে রেকর্ড ১১ বারের চ্যাম্পিয়ন নাদাল চোটের কারণে গত বছর প্রায় পুরো মৌসুমই কোর্টের বাইরে ছিলেন। এ মৌসুমে শুধু ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনালে খেলেছেন। সেখানে কোয়ার্টার ফাইনালে হারের ম্যাচে কোমরে চোটও পেয়েছিলেন। এ চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, দোহা ওপেন এবং ইন্ডিয়ান ওয়েলস টুর্নামেন্টেও খেলতে পারেননি। নাদাল গত মাসে লাস ভেগাসে কার্লোস আলকারাজের বিপক্ষে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছিলেন। সেখানেও পিঠে অস্বস্তি অনুভব করতে দেখা গেছে তাঁকে।

মন্টে কার্লোয় খেলতে না পারায় নাদাল নিজের মানসিক অবস্থাটা বুঝিয়েছেন এভাবে, 'যেসব টুর্নামেন্ট আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো খেলতে যদি প্রতিদিনের প্রস্তুতিতে নিজেকে নিংড়েও দিই, তবু সত্যটা হলো আমি এখন খেলতে পারব না। এসব ইভেন্টে খেলতে না পারা আমার জন্য কত কঠিন ব্যাপার, সেটা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। ব্যাপারটা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। এখন শুধু নিকট ভবিষ্যতে তাকিয়ে প্রেরণাটা ধরে রেখে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার অপেক্ষা করতে পারি।' ক্যারিয়ারের বেশির ভাগ সময়জুড়ে মন্টে কার্লো মাস্টার্সকে ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রস্তুতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন নাদাল। দুটোই কাদামাটির কোর্ট। ফ্রেঞ্চ ওপেনে রেকর্ড ১৪ বারের এই চ্যাম্পিয়ন এবারও খেলার আশায় আছেন। এবারই সম্ভবত শেষবারের মতো ফ্রেঞ্চ ওপেনে খেলতে পারেন নাদাল। মন্টে কার্লোয় যে ১১ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন, তার মধ্যে ৯ বার ফ্রেঞ্চ ওপেনেও শিরোপা জিতেছেন তিনি। মন্টে কার্লোয় না খেলায় নাদালের ফ্রেঞ্চ ওপেনে অংশ নেওয়া নিয়ে তাই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

মোনাকোয় ৭ এপ্রিল থেকে শুরু হবে মন্টে কার্লো মাস্টার্স। টুর্নামেন্টটির পরিচালক ডেভিড ম্যাসি নাদালের অনুপস্থিতি নিয়ে বলেছেন, 'সমর্থকদের জন্য খারাপ লাগছে। কারণ তারা তাকে (নাদাল) দেখার সুযোগ পাবে না। আর মন্টে কার্লোর এই টুর্নামেন্ট তার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এটা জানি সে এই টুর্নামেন্টের জন্য প্রস্তুতিও নিয়েছিল। আমরা তাকে শুভকামনা জানাই।'

ফ্রেঞ্চ ওপেন শুরু হবে ২৬ মে। সাধারণত, এই টুর্নামেন্টে খেলাকালে ৩ জুন নিজের জন্মদিনের কেক কাটেন নাদাল। এবার কী হবে কে জানে!

নিষেধাজ্ঞার মুখে বিশ্বকাপ আয়োজনের অপেক্ষায় থাকা যুক্তরাষ্ট্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দল খেলবে এবারের আসরে। ২০টি দল নিয়ে জুনে এই আসর অনুষ্ঠিত হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে। তবে বিশ্বকাপের আগে ব্যবস্থাপনাজনিত অনিয়মের কারণে সমালোচনার মুখে আছে যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট বোর্ড (ইউএসএসি)।

যুক্তরাষ্ট্রের অলিম্পিক অ্যান্ড প্যারালিম্পিক কমিটি (ইউএসওপিসি) যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেটের চলমান পরিস্থিতিতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। একই কারণে ক্ষুব্ধ ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসিও। ক্রিকবাজ জানিয়েছে, আইসিসি পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর বড় একটি অংশ যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট বোর্ডকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে। তবে সামনেই বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্ট থাকায় আপাতত সেই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

ইউএসএসির চলমান অস্থিরতার কারণ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নুর মুরাদের অব্যাহতি। অলিম্পিক কমিটি মনে করে, ইউএসএসির বোর্ড পরিচালকেরা বোর্ডের দৈনন্দিন কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করছেন। নুর মুরাদকে সরিয়ে দেওয়া যার সর্বশেষ নজির। গত ১৫ মার্চ বোর্ড মিটিংয়ের পর আইসিসিও ইউএসএ ক্রিকেটকে শৃঙ্খলা বহালের বিষয়ে কড়া সতর্কতা দিয়েছে।

মুরাদকে প্রধান নির্বাহী হিসেবে আইসিসিই সুপারিশ করেছিল। কিন্তু চুক্তির মেয়াদ ছয় মাস বাকি থাকতে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ায় আইসিসি পুনর্বহাল করতে বলেছিল। কিন্তু ইউএসএ ক্রিকেটের পরিচালনা পর্ষদ সে নির্দেশনায়ও কর্ণপাত করেনি।

যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট বোর্ডের এমন আচরণে আইসিসির পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর বড় একটি অংশ তাদের নিষিদ্ধ করার পক্ষে। তবে বিশ্বকাপ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার বিষয়ে সম্মত হয়েছেন তারা।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদের বিষয়ে একটি সূত্র ক্রিকবাজকে বলেন, 'তাঁরা মনে করেন, প্রতিদিনের কার্যক্রমে তাঁদের জড়িত থাকতে হবে। যখন এটা করতে যান, তখন ব্যক্তিগত কিছু বিষয়ও জড়িয়ে যায়। যে কারণে ক্রিকেট বড় হচ্ছে না। তাঁরা নির্দিষ্ট একটি পদে নির্বাচিত হতে টাকা খরচ করেন। যে কারণে কার্যক্রমে নাক গলানো নিজেদের অধিকার মনে করেন। তাঁরা বুঝতে চান না বোর্ডের চরিত্র কী হয় আর বোর্ড এবং প্রশাসনের মধ্যে একটা সীমানাও আছে।'

ইউএসএ ক্রিকেটের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুসারে, পরিচালনা পর্ষদে ১০ জন পরিচালক আছেন। এর মধ্যে চেয়ারম্যান ভেনু পিসিকেসহ ছয়জন স্বতন্ত্র পরিচালক। বাকিরা লিগ, ক্লাব এবং নারী ও পুরুষ ক্রিকেটার পরিচালক পদে। তাঁদের বেশির ভাগই ভারতীয় উপমহাদেশ বংশোদ্ভূত।

সূত্রটি জানায়, প্রধান নির্বাহী থাকাবস্থায় মুরাদ বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে আছে ঘরোয়া ক্রিকেট পরিচালক, অর্থ ব্যবস্থাপক এবং অন্যান্য পদে নিয়োগ। কিছু ক্ষেত্রে বোর্ড পরিচালকেরা নিজেদের পছন্দের লোক নিয়োগ দিতে চেয়েছেন, কিছু ক্ষেত্রে উদ্যোগ ভেস্তে দিয়েছেন। এ ছাড়া টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ কেন্দ্র করে জাতীয় দলের জন্য হাই পারফরম্যান্স কাঠামো তৈরির চেষ্টাও সফল হয়নি।

প্রধান নির্বাহী মুরাদের আগে গত কয়েক মাসের মধ্যে ইউএসএসি ছেড়ে গেছেন উন্নয়ন কর্মকর্তা পল লয়েড, নারী ক্রিকেট সমন্বয়ক জুলি অ্যাবোট এবং স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ বার্ট ককলি।

২০২৪ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে ১ জুন যুক্তরাষ্ট্র,কানাডা ম্যাচ দিয়ে। ২৯ দিনের এই টুর্নামেন্টে মোট ১৬টি ম্যাচ আয়োজন করবে যুক্তরাষ্ট্র।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**